সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাপ্রভুশ্রীচৈতন্যদেবের বিবিধ সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগাদির সার সংকলন

শ্রী শ্রীচৈতন্যার্চ্চনসারঃ

(পুরশ্চরন বিধি সম্বলিত)



সংকলক ও সম্পাদক

শ্রীআদ্রীয়মান মিত্র

সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত মহাপ্রভুশ্রীচৈতন্যদেবের
বিবিধ সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগাদির সার সংকলন

শ্রী শ্রীচৈতন্যার্চ্চনসারঃ

(পুরশ্চরন বিধি সম্বলিত)

সংকলক ও সম্পাদক
শ্রীআদ্রীয়মান মিত্র



সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

SREE SREE CHAITANYARCHANSARA
Edited By: Adriyaman Mitra

প্রথম সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা ২০২৫

প্রকাশকঃ
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কোলকাতা-৭০০ ০০৬
দূরাভাষ : ৭৫৯৫০ ৯৬৩০০

মুদ্রক ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ওঁ নমঃ কৃষ্ণচৈতন্যায়

শ্রী শ্রী ভগবানের অশেষ কৃপায় শ্রীচৈতন্যার্চ্চনসার গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো।

গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু হলো সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদ্ধতি অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধ সাধন পদ্ধতি। চৈতন্যদেব যিনি কিনা সমগ্র মধ্যভারত এবং বিবেচনার নিরিখে সমগ্র ভারতেই যিনি ভক্তি আন্দোলনের পুরাধা। মধ্য যুগে গোটা ভারতবর্ষকে এবং বিশেষত এই বাংলাকে প্রেমভক্তিতে নিত্য আন্দোলিত করতেন যিনি, তিনি স্বয়ং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তার ক্ষণস্থায়ী জীবন হাওয়া সত্বেও তার প্রেম ভক্তির নতুন ভাব জাগরণের ফলে তিনি আপামর ভারতবাসীর জীবনে চির জাগ্রত। তৎকালীন যুগের বঙ্গদেশীয় সমগ্র সংস্কৃতি তাকে ঘিরেই নির্মিত হয়েছিল, মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভক্তিমূলক শাস্ত্র তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় দর্শনের নারদীয় ভক্তিসূত্রের মূল ভক্তিভাব এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গবাসীর জীবনের সাথে সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ ভগবানের প্রতিরূপে বিবেচিত হয়েছেন এবং অবতারস্বরূপে মানবজাতির হৃদয়ে অমলকমলে সতত বিরাজ করছেন।

এই মহাপ্রভুকে তৎকালীন যুগ কেন, আজও সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ রূপে বিবেচনা করেন। যিনি গোলকধামে বৃন্দাবনে মথুরায় লীলা করেছেন, তিনি সপার্ষদ পরিবেষ্টিত হয়ে নবদ্বীপ ধামে লীলাপূর্বক সমগ্র ভারতবাসীকে প্রেম-ভক্তি তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করেছে। সেই কারণে তার অঙ্গাঙ্গিন ভাবে জড়িত পরিষদগন তাকে প্রত্যক্ষ ভগবান রূপে পূজা এবং মন্ত্র নির্ণয় করেছেন।

তৎকালীন যুগে বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন আচার্য তুল্য এবং সাক্ষাৎ ব্যাস-গুরু প্রতিরূপ। যার উল্লেখ আমরা চৈতন্যভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত এছাড়াও কবি কর্ণপুরের কচড়াতও পেয়েছি। চৈতন্য

মহাপ্রভু সমগ্র জনজাতির জীবনে বৈষ্ণব প্রভাবের দ্রষ্টা, সেই কারণে তৎকালীন যুগে প্রায় অনেকেই বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হয়ে বৈষ্ণব ধর্মে অনুরক্ত হয়েছিলন। কিন্তু শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভুর পরিষদ মুরারিভ্রাতা শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর নতুনভাবে চৈতন্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন এই থেকেই চৈতন্যদেবের স্বতন্ত্র পূজা সূত্র, পূজা প্রকরণ, মন্ত্র,তন্ত্রের, যন্ত্রের স্ফুরণ হতে আরম্ভ করলো। এই বিষয়ে যদিও চৈতন্য ভাগবত ,গৌরাঙ্গ বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নরদেহে থেকে দৈবভাব প্রাপ্তির ইতিহাস পরিলক্ষিত। নরহরি সরকার ঠাকুরের পর ধীরে ধীরে বিশ্বনাথ ঠাকুর চক্রবর্তী, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী প্রভৃতি সকলে চৈতন্য কে অবতার অধিক স্বয়ং জনার্দন ভগবান রূপেও চিন্তা করতে থাকেন। এবং তারাই চৈতন্য পঞ্চায়তন চিন্তার মাধ্যমে চৈতন্য পূজা সূত্র বিভিন্নভাবে বিভিন্নক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলন করতে আরম্ভ করলেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের গ্রন্থ ভক্তিচন্দ্রিকা, অর্বাচীন কেনচিৎ ব্রহ্মযামল তন্ত্রের অন্তর্গত চৈতন্য কল্প, শ্রী শংকর বিদ্যাভারতীর চৈতন্যসুভগোদয়ঃ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শ্রী চৈতন্য চিন্তামণী অজ্ঞাতনামা কোনো বৈষ্ণব তন্ত্রাচারীর রচিত বিশ্বম্ভররহস্যম্, নিত্যানন্দরহস্যম্ প্রভৃতি গ্রন্থ। ইত্যাদি গ্রন্থ গুলির মাধ্যমে চৈতন্য দেবকে দেবত্ব রূপে অর্চন ভজন পূজন প্রসার হলো।

অনেকে বলে থাকেন যিনি মানবদেহে লীলা কারি তিনি ভগবান হয় কোন রূপে?, এবং আর পদ্ধতি বানোয়াট পদ্ধতি। সেই কর্মফলে কখনো কোনভাবে সাধন সিদ্ধ হওয়া যায় না। কারণ মনুষ্য রচিত গ্রন্থে সিদ্ধির উপায় নির্দেশিত হলেও তা সম্পর্কে সংশয় থাকে নাকি বিস্তার!

কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে যারা এই গ্রন্থ গুলি রচনা করেছেন তারা বৈষ্ণব শিরোমনি রূপে সর্বজন সম্মুখে কীর্তিত বন্দিত।

এই সম্পর্কে বারাহী তন্ত্রের দ্বিতীয় পটল বলছে—

ন চ স্বয়ং কৃতং গ্রন্থং মন্যেনাপি কৃতং ন চ।
যস্মাৎ কলৌ ন প্রশস্ত মৃষিভি র্ভাষিতং পঠেৎ।

অর্থাৎ নিজকৃত গ্রন্থ এবং অন্যের দ্বারা রচিত গ্রন্থ অপাঠ্য কেবলমাত্র কলিকালে ঋষিগণ দ্বারা ভাসিত গ্রন্থই পাঠ্য।

এখানে এই ঋষিগণ এর নিরুক্তি যদি আমারা দেখি,তাহলে যাবে হংসপারমেশ্বর তন্ত্রে পঞ্চমপটলে ১৪৫ শ্লোকে

মহেশ্বরমুখাজ্ জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিররীতিতঃ।

অর্থাৎ মহেশ্বর এর মুখ থেকে নির্গত মন্ত্রের উপাসনা পদ্ধতি জ্ঞাত হয়ে যিনি সাধন করেন তিনি মন্ত্রের ঋষি।

এবার এই মহেশ্বর শব্দের আমরা কিন্তু সর্বাগ্রে শ্রীগুরুকে চিন্তা করতে পারি যথা—

গুরু সাক্ষাৎ মহেশ্বর গুরু এব সদাশিব।
স এব তন্ত্রবেত্তা চ সাক্ষাৎ শাস্ত্র র্ন সংশয়ঃ।।

অর্থাৎ যিনি গুরু তিনিই মহেশ্বর তিনিই সদাশিব তিনি তন্ত্র প্রকাশক এবং তিনি শাস্ত্র।

উক্ত সমস্ত নির্ণয়ানুসারে আমরা এই রূপ চিন্তা করতেই পারি যে যিনি ঋষি তিনিই গুরু অর্থাৎ, নরহরি ঠাকুর বিশ্বনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থা দি বৈষ্ণব সমাজে গুরুকৃত ভাসিত গ্রন্থ তুল্য কারণ রসসুধাধারে শ্রী মাধবগুপ্ত বলেছেন

গুরু চ বৈষ্ণবাচার্য ধীর সন্তঃ জনার্দনং।
সর্বানাং সুসমজ্ঞাত্বা সাধয়েৎ কৃষ্ণচরণৌঃ।
তদেন ভাষিতগ্রন্থং বৈষ্ণবগ্রন্থ নির্ণয়ো।

অর্থাৎ গুরু বৈষ্ণব আচার্য ধীর সন্ত জনার্দন সবাইকে সমান জ্ঞান করে কৃষ্ণচরণ সাধনা করতে হয়। এবং তাদের ভাষিত গ্রন্থ বৈষ্ণব গ্রন্থ রূপে নির্ণয় করিবে।

এই থেকে আমরা বুঝতেই পারলাম নরহরি সরকার ঠাকুর, বিশ্বনাথ ঠাকুর প্রভৃতিদের রচিত গ্রন্থ মনুষ্য রচিত গ্রন্থ হলেও তা বৈষ্ণব সমাজের গুরু বৈষ্ণব আচার্য সন্ত ভাষিত গ্রন্থ তুল্য। এবং এনারা বৈষ্ণব জগতে গুরু ও আচার্য তুল্য তাদের মত গুরুর মত স্বরূপ মান্য।

চৈতন্যার্চ্চন সার আলোচন্য গ্রন্থটি আমি সেইরূপ বিভিন্ন শ্রেষ্ঠবৈষ্ণবাচার্য্যগণ কতৃক রচিত গ্রন্থ থেকে চৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কিত বহুবিধ সাধন প্রণালী সংকলন করেছি। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব আচার্য গণ কতৃক

বিভিন্ন শ্রী ব্রজনাথ কৃষ্ণের সাথে মহাপ্রভুর একীভূত মূর্তির বহুবিধ অদ্ভুত আশ্চর্যকর ধ্যান মন্ত্র আবরণ পূজা ও প্রয়োগ আচার সংকলন করেছি। বৈষ্ণব আচার্যগন যেরূপ নির্দেশ করেছেন তদ্রুপ এই গ্রন্থে সংকলন করেছি। অদ্ভুত বিষয় এখানে যে পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণব সমাজ অপেক্ষা যে তন্ত্রোক্ত নিগুঢ় বৈষ্ণব সাধন এত প্রকট ছিল,তৎকালীন যুগে, তা এই সব গ্রন্থ অধ্যায়নের সময় ভেবে সত্যিই অবাক হয়েছি, যদিও তার পূর্বে গৌতমীয় তন্ত্র, কপিল পঞ্চরাত্র, অনন্ত সংহিতা, রাধা তন্ত্র, কৃষ্ণযমল তন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বজন বিদিত মহাপ্রভুর সহজিয়া তন্ত্রসাধনা (যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অনেক ক্ষেত্রেই এই মত নাকোচ করে দেন, তথাপি বিবর্ত বিলাস, অদ্ভুতানন্দম্ প্রভৃতি গ্রন্থ পঠন পাঠন করলেই দেখা যায় এইসব কথা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত এবং প্রামান্য রূপ) নারদ পঞ্চরাত্র তৃতীয় রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের রাত্রিকালীন মধু সংযোগে পূজা বিধি রচিত হয়েছে, আমরা অনেকে জানি যে মধু কারণের অনুকল্প রূপে ও চিন্তিত হয়। মহাপ্রভুর সাথে শ্রী নিত্যানন্দ শেষনাগাবতারের তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম আমরা সকলেই অবগত। তাই এই গ্রন্থ এক প্রকার তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিরূপেই স্বীকৃত। নরহরি সরকার ঠাকুরের ভক্তি চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যায়ণের সময় যে সমস্ত মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছি তা অত্যন্ত চমকপ্রদ। এই নরহরি সরকার শ্রীকৃষ্ণলীলায় ছিলেন মধুমতি সখি সেই সম্পর্কে কবিকর্নপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলেছেন ১৭৭ নম্বর শ্লোকে—

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকার প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।

এছাড়াও উক্ত গ্রন্থে ৬৪ মঞ্জুরী সম্পর্কে কৃষ্ণ অবতার সহিত চৈতন্য অবতারে বিভিন্ন স্বরূপে প্রকাশ ও চিন্তা, এই কবিকর্ণপুরের উক্ত গ্রন্থের মূলে প্রতিপাদিত বিষয়।

যে সমস্ত প্রাণ সখীগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে ও গোলকধামে তাদের সম্পর্কে রাসোল্লাস গ্রন্থে তৃতীয় উল্লাসে সদাশিব বলেছেন—

সর্ব্বা বৃন্দাবনো নারী কৃষ্ণ প্রেমবিহারিণী।
তা সর্ব্বো যোগিণী বিদ্যা নিগমাগমভাষিনী।।

অর্থাৎ বৃন্দাবনের যে সমস্ত প্রশ্ন প্রাণপ্রিয়া সুখীগণ ছিলেন তারা

প্রত্যেকেই যোগিনী এবং আগম, নিগমে পারদর্শিনী। আবার রাধাতন্ত্রের সপ্তদশ পটলে ১৬নং শ্লোকে বলা আছে—

কৃষ্ণমুগ্ধীকৃতাকারাঃ সবৃত্তি কৃষ্ণলালসা।
কৃষ্ণ গূঢ় রহস্যানি গায়ত্যঃ প্রেম বিহ্বলা।।

এছাড়াও উক্ত তন্ত্রটির যোড়শ পটল পাঠ করলেও একই অনুভূতি হবে।

এই থেকে প্রমাণিত হয় নরহরি আচার্য বিশ্বনাথ আচার্য মাধব গুপ্তাচার্য, কবি কর্ণপুর সকলেই পূর্ব কাল হতে সেই কৃষ্ণ সখী সময় থেকে আগম সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ও সজ্ঞাত।

নরহরি সরকার তার শিষ্য লোলকাচার্য কে যে ভক্তি চন্দ্রিকায় কৃষ্ণের মন্ত্র কীর্তন করেছিলেন তা অত্যন্ত চমপ্রদ সেই ক্ষেত্রে। ক্রীঁ এই মন্ত্রটি প্রেম বীজ রূপে কীর্তিত, এই সম্মর্কে চৈতন্যচিন্তামণীগ্রন্থে গ্রন্থাকার বলেছেন—

প্রেমবীজো ব্যাঞ্চনাদ্যাং ইন্দুবিন্দু বিভূষিতা।
স্বরার্নে চ তৃতীয়ান্তং যোজ্ঞ প্রেম প্রদায়কম্।।

আবার ঋকবেদে র-এর উচ্চারণ ল-এর মতো হয়েছে, যেমন অরংকৃতম্ শব্দটি পরবর্তীকালে লয়ের ফলে অলংকৃতম্ হয়ে গেছে, আবার শুক্র পরিবর্তন হয়ে হয়েছে শুক্ল, এই দুইয়ের আভিধানিক অর্থ একই ।মধ্য ভারতেও এই শব্দের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন কালিয়ার উচ্চারণ কারিয়ার মতন, ইত্যাদি সুতরাং এদিক থেকেও দেখা যায় শব্দের বর্ণ পরিবর্তনের ফলে এবং অপভ্রংশের ফলে শব্দ ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়েছে। সাধারণত সংস্কৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রেও র এর উচ্চারণ লয় এর মত হয়। সঘোষ ধ্বনি ‘ল’ > ঘোযবৎ ধ্বনি ‘র’ তে পরিণত হয় বাগযন্ত্রের সুবিধার জন্য।

বহুবিদগ্ধ পণ্ডিত গণ বলেন ক্রীঁ এই বীজটি গুপ্ত কাম বীজ, আর এই কাম সকাম ও নিষ্কাম দুই ভাবেই চিন্তিত যার ফলস্বরূপ তন্ত্রের কামকলা বিদ্যা প্রকাশিত। আরে কামকালা মহাবিদ্যা কালী বীজের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়। এই গুপ্ত কাম বীজ প্রেম বীজ রূপে আমায় গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও যে কামবীজ সাধারণত কৃষ্ণ বীজ রুপে কীর্তিত তাহা গুপ্ত

কালী বীজ রূপে সাধকমণ্ডলে বিবেচিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করলাম কামকলা বিদ্যা এই ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নির্মলানন্দ পরমহংস এই ক্ষেত্রে কৃষ্ণকালী তত্ত্ব অবতরণ কালে এ বিষয়ে তার বঙ্গবাসী পত্রিকায় ত্রয়োদশ শরৎ সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও স্বয়ং বিশ্বম্ভর রহস্যে নিত্যানন্দের এক অপূর্ব মন্ত্রোল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

প্রণবো শক্তির্রমা কামো নিত্যানন্দায় চ
স্বাহান্তে সা মহামন্ত্র দৃশ্যাদৃশ্যফলপ্রদাম।

নরহরি সরকার ঠাকুর তার গ্রন্থে এই প্রেম বীজকেই কালী বীজ অনুরূপ গুপ্ত কাম বীজে প্রকাশ করে সুনির্দিষ্ট সমস্ত দশাক্ষরাদি মন্ত্র উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন

কামো ধরিত্রামায়েন্দুকলিতঃ স্যাদ্রতিপ্রিয়ঃ।
আজো বহ্নিরমাযুক্তশ্চন্দ্রখণ্ডযুতঃ পরঃ।
প্রেমাখ্যো নাম বীজোহয়ং প্রেমভক্তিপ্রদাকং
কৃষ্ণচৈতন্যঙের্বহ্নিজায়ান্তো মনুরুত্তমঃ।
জপাদসৈব মন্ত্রস্য সর্ব্বসিদ্ধিং ব্রজেন্নরঃ।।

(মধুমতি সমিতি হতে প্রকাশিত ভক্তিচন্দ্রিকা প্রথম পটল ১০ নম্বর শ্লোক।)

এর অনুবাদ করতে গিয়ে কিশোরানন্দ ঠাকুর বলেছেন প্রথমে কাম বীজ কাহার স্বরূপ ককার লকার দীর্ঘই কার ও চন্দ্রবিন্দু এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ক্রমসংযোগে সিদ্ধ হয়। তদন্তর প্রেম বীজ তাহার স্বরূপ ককার ও যথাক্রমে রেফ দীর্ঘ ঈকার ও চন্দ্রবিন্দুর সহিত সংযুক্ত করিলে নিষ্পন্ন হয়। কৃষ্ণ চৈতন্য শব্দ চতুর্থ্যান্তে ও স্বাহান্তে হইলেই দশাক্ষর সর্বোত্তম মন্ত্রসম্পন্ন হয়।

চৈতন্য যে স্বয়ং কৃষ্ণরূপি জর্নার্দনের অবতার তার সম্পর্কে চৈতন্যকল্প প্রথমধ্যায়ে ১৯নং শ্লোকে ব্রহ্মার প্রতি কৃষ্ণ বলেছেন—

ভবিষ্যামি শচীপুত্রঃ কলৌসংকীর্ত্তনানমে।
হরিনাম প্রদানেন লোকান্ সংতারয়াম্যহম্।।

সাধারণত রাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রেই মহাপ্রভুর পূজা বিধি হইয়া থাকে। বস্তুত সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কৃষ্ণ ও রাধার পূজাই চৈতন্য মূর্তিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু বৈষ্ণব আচার্য চৈতন্য পারিষদ গণ কর্তৃক এই সমস্ত মন্ত্র আদিষ্টের ফলে এই মন্ত্রগুলিতেও মহাপ্রভু পূজা আচরণ করা অবশ্যই ফলপ্রদ। কারণ তারা চৈতন্যদেবকে স্বচক্ষে দর্শনপূর্বক তার স্বভাব ভাব প্রতিরূপ জ্ঞাত হয়েছেন, যার ফল স্বরূপ এই সিদ্ধপ্রদ মন্ত্র সকলের উদ্ধার করেছেন।

চৈতন্যমাহাত্মৎ সম্পর্ক ব্রহ্মযামলান্তর্গত অর্বাচিন চৈতন্যকল্প গ্রন্থে স্বয়ং শিব বলেছেন—

গৌরচন্দ্রং বিনা দেবি নাস্তি কশ্চিদ্দয়াময়ঃ।
সন্ততং দেব লোকঞ্চ হরের্নাম দদন্মুদা।।
চন্ডালাদাশ্চ যে লোকে হরিভক্তি পরায়ণাঃ।
অভজংস্তে গৌরচন্দ্রং দয়ালু সমদর্শনং।।
সংকীর্তন-প্রিয়ং গৌরং হরিভক্তি পরায়নং।
দধার মালাতীলকমুট্টোয়ন্ স্বনামকম্।।
গৌরচন্দ্রং বিনা দেবি যে ভজন্ত্যন্য দেবতাম্।
তেহপি গৌরং ভজন্তেব যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।।
(দ্বিতীয় অধ্যায় ৯-১২ নবদ্বীপ হরিভক্তি প্রদায়িনী সংস্করণ)

প্রথম এইরূপ কোন বিষয় ছিলোনা, এই সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে সে হল সুমন আমায় বলেছিল মহাপ্রভুর কি কোন তন্ত্রসম্মত পদ্ধতি হয় না কেউ যদি চায় তবে সে কি মহাপ্রভুকে তন্ত্রাচারে বা নিজের পরম্পরা অনুপাতে পূজা করতে পারেনা। সেই থেকে আমার কৌতূহল অনুসন্ধান শুরু, ধীরে ধীরে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রাপ্ত হই এবং এই সম্পর্কে চিন্তা ও কর্মকান্ড শুরু হয়।এই গ্রন্থটিতে আমি যথাসম্ভব সাধারণের জন্য প্রস্তুত করেছি যাতে সর্ব সাধারন কিঞ্চিত মাত্র মন্ত্র দীক্ষা লাভ করে চৈতন্য মহাপ্রভুভগবানের অর্চণা করতে পারেন। এছাড়াও মূল প্রকরণ বহিঃভূত অন্যান্য সিদ্ধিপ্রদ কর্মকাণ্ড এই গ্রন্থে আমি সংযোগ করেছি, এবং সম্পূর্ণ বরাত বিহীন রূপে প্রস্তুত করেছি। মূল পদ্ধতির সর্বদা পূর্ণরূপে না অনুসরণ করে বিভিন্ন মত গ্রহণ মাধ্যমে গ্রন্থটিকে পূর্ণ করবার চেষ্টা

করেছি। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন আবরণ দেবতাদের পূজা সংঘটিত হয়েছে এই আবরণ দেবতারা প্রত্যেকেই মনুষ্য শরীর ধারী, পূর্বেই বলেছি কবি কর্ণপুর তার গৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে এই সম্পর্কে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ অবতার এবং রাম অবতারে লীলাহেতু যে সমস্ত চরিত্র ছিল প্রত্যেকে চৈতন্য অবতারের বিভিন্ন একীভূত পরিজনরূপে প্রকাশিত। নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি গোষ্ঠে গোপ বংশোদ্ভুত ব্যক্তিগণ চৈতন্য অবতারের কলি কালে এই গৌড়বঙ্গে, উড়িষ্যা, মথুরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে পারিষদ পরিবৃত করেছেন। তাই তাহাদের পূজা দেব পূজা তূল্য এবং সাক্ষাৎ দেবতার পরিষদ পূজা তূল্য।

এই গ্রন্থে যে সমস্ত প্রকরণ রচিত হয়েছে তা অবশ্য গুরুগম্য,গুরুর উপদেশ জ্ঞাত হয়েই এই সমস্ত পুস্তকে উল্লেখিতপ্রয়োগাদি কর্মকাণ্ড করাই শ্রেয়। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছি বইটিকে নির্ভুল করার তথাপি যদি কোন ভুল থেকে থাকে নিজ গুনে এই অধমকে ক্ষমা করে ভুল সংশোধন পূর্বক আপনার শ্রী চরণে বাধিত করবেন।

নরহরি ঠাকুর তার শিষ্য লোলকাচার্যকে মহাপ্রভুর পূজা সূত্রে যেসব পদ্ধতি উপদেশ করেছিলেন লোলকাচার্য দক্ষিণ ভারতীয় হওয়ার কারনে তার পদ্ধতি পাঞ্চরাত্রিকবৈষ্ণব ও তন্ত্রোক্ত পরিভাবে পরিপূর্ণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় পন্থা অনুসারে সর্ব আবরণ পূজার পর ধুপ দীপ নৈবেদ্য দান করা হয়, ভক্তি চন্দ্রিকা পুস্তকেও সেই রূপে উল্লেখ আছে। বিশেষত শ্রীকুলীয়কৌলাচারীগণ এবং শ্রী সম্প্রদায় ও রামানুজি পন্থীরা এই মত অবলম্বন করেন। কিন্তু এই বঙ্গদেশে সমস্ত কর্মকাণ্ড তোড়ল সূত্র শ্যামারহস্যম্ কিংবা বৈষ্ণবপক্ষে হরি ভক্তি বিলাস, কৃষ্ণাহ্নিক পদ্ধতি ও কৃষ্ণার্চ্চনতরঙ্গিনী বৈষ্ণবতোষিণীসম্মত। এই কারনে এই গৌর -বঙ্গে সমস্ত পূজা পদ্ধতি যেই রূপে সংঘটিত হয় আমি সেরূপ সংকলন করলাম, যদি কেউ শ্রীভক্তিচন্দ্রিকানুসার সমস্ত কর্মকাণ্ড করতে চান, তা অবশ্যই করতে পারেন। আমি বিশুদ্ধ বঙ্গজ সাধারণ সূত্র অবলম্বন করেছি।

পুস্তকটি রচনার কালে বহু দুর্বিপাকের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমৎ গুরুদেবের ও আমার গর্ভধারিনের কৃপায়

অনায়াসেই সেই সমস্ত বিঘ্ন অপসারণের মাধ্যমে গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছি।

এই গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আমাকে সর্বত সহায়তা প্রদান করেছেন, এবং গ্রন্থটিকে ক্রিয়া ও পাঠ উপযোগী করে তুলতে আমাকে যথাসাধ্য সংশোধন পরিমার্জন বুদবাগ সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রী অরূপম সান্যাল দেবশর্মা, শ্রী সুমন সাহা, শ্রী সুদীপ্ত মল্ল নিত্যানন্দ বংশোদ্ভুত শ্রী অখিলেশ গোস্বামী বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ কাবেরী চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য, প্রাণতোষ গোস্বামী, বিজয় মিশ্র, অদ্বৈত বংশীয় প্রতাপরঞ্জন মিশ্র প্রভৃতি পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ। এনাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমাকে বইটির সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দান করেছে সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডারের কর্ণধার শ্রী স্নেহাশিস ভট্টাচার্য দাদা।

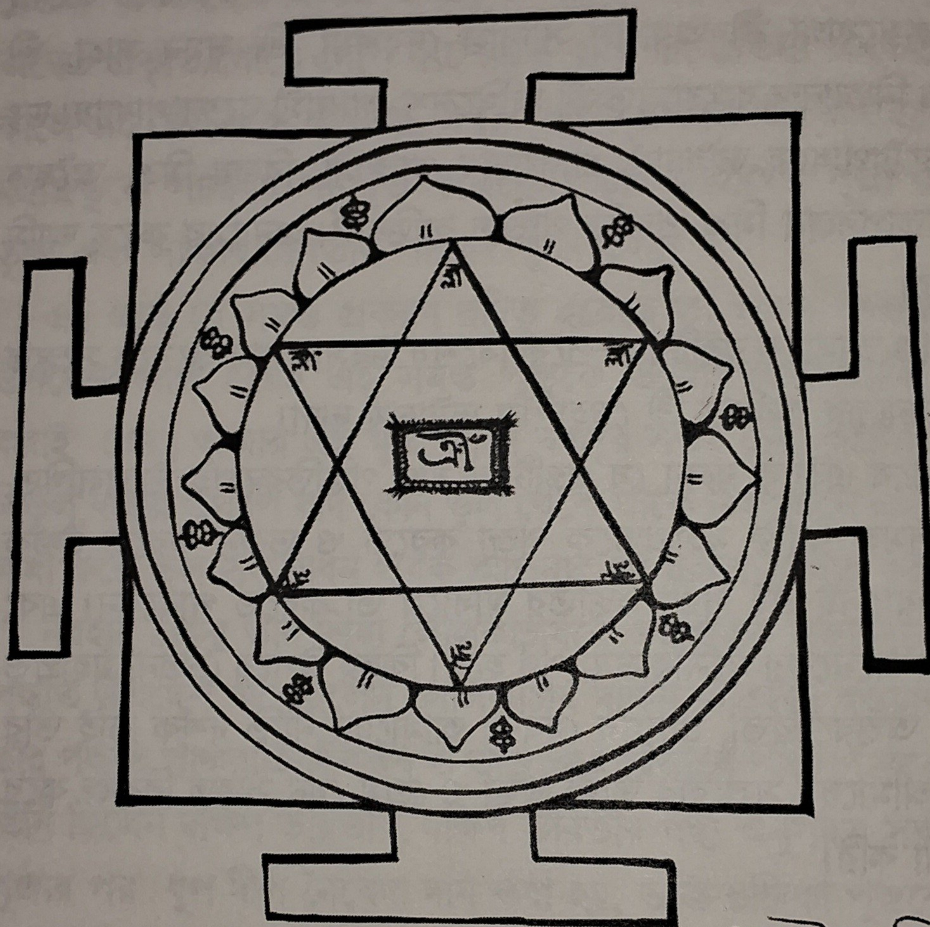
পরিশেষে এইটুকু বলব যে গ্রন্থটি প্রয়োগ পদ্ধতিরূপেই উল্লেলখিত, তাই যে সমস্ত ব্যক্তি মহাপ্রভুকে পূজা করতে ও ভজন করতে ইচ্ছুক তারা অনায়াসেই এই পূজা পদ্ধতির মাধ্যমে তা করতে পারবেন। এবং আশা করি অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। কিছুর উপরে চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অন্তরদেবতা, প্রাণের দেবতা আমাদের নীতি দর্শক তাই তার শ্রীচরণে আমাদের সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রেম যেন সতত বিরাজ করে এই কামনা করি।

ইতি

শ্রী সুশীল কুমার বিদ্যাতীর্থ মিত্রের পৌত্র

শ্রী আদ্রিয়মান মিত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যানন্দ যন্ত্রম্

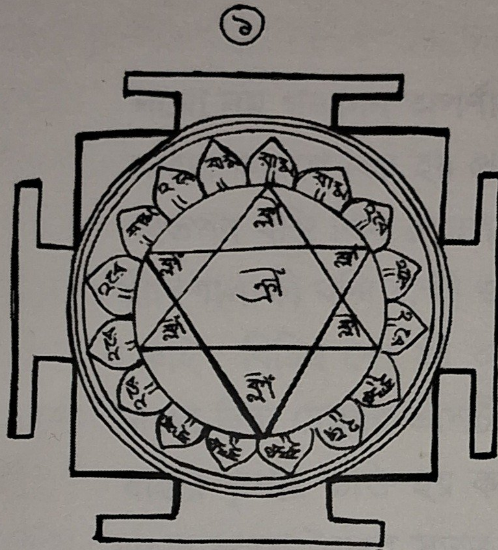


- অদ্রীশমানমিত্র

বসুযুগ্মদলোপেতং কমলং কেশরান্বিতং।
সকর্ণিকং চতুর্দ্বারতোরণাঙ্কিতমণ্ডলং ॥
রেখাত্রয় সমাযুক্তং বসু পত্রসমন্বিতং।
চন্দনালিপ্তপাত্রে চ লিখেৎ স্বর্ণশলাকয়া ॥
চতুরস্রং বর্হিক্রিয়ামাসনং মধ্যদেশতঃ।
প্রেমবীজং লিখেত্তত্র বহিঃ ষট্কোণমুত্তমং ॥
ষড়্গহ্বরে কামবীজং চতুষ্কোণে ভুবঃ পুরঃ।
চৈতন্যানন্দনামানমিমং যন্ত্রং বিলিখ্য চ...... ॥

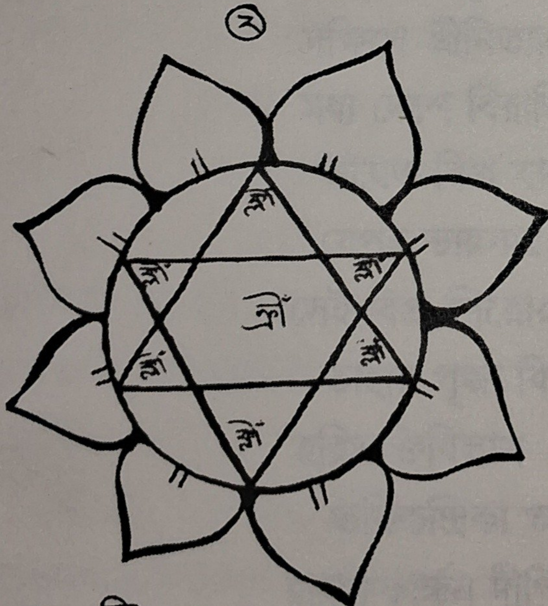
(শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা চতুর্থ পটলে ৯৩)

১



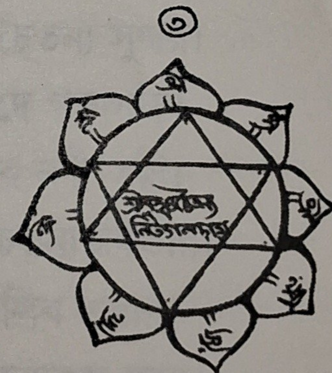
শ্রী দ্বাত্রিংশদক্ষরান্বিত মন্ত্রস্য যন্ত্রম্।
(ভক্তিচন্দ্রিকায়াং সপ্তমপটলঃ ৭-)

২



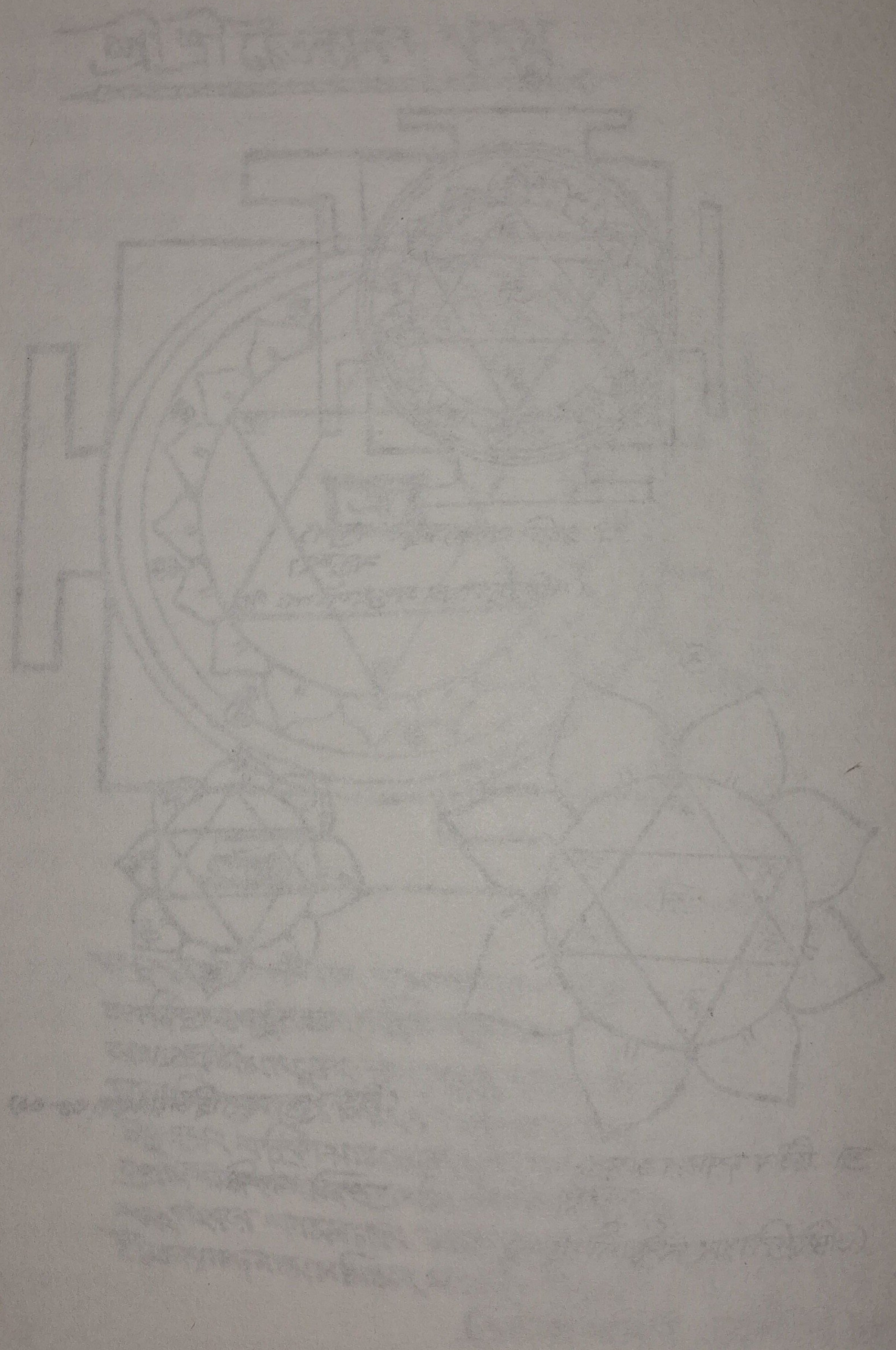
শ্রী দ্বিতীয় দশাক্ষর মন্ত্রস্য যন্ত্রম্।
(ভক্তিচন্দ্রিকায়াং ষষ্ঠঃপটলঃ ৩-)

৩



শ্রী যুগলমন্ত্রস্য যন্ত্রম্।
(বিশ্বম্ভর রহস্যে দ্বিতীয়রহস্য ৩৪-৩৬)

– ভক্তীয়মানসিত



নমো নম গজানন অপর্ণানন্দন।
যাহার কারণে বিঘ্ন হয় প্রশমন।
অতপর বন্দি শিব রমেশ তপন।
শ্রীবিশালাক্ষী বন্দি লক্ষ্মী জনার্দ্দন।
ধ্যায়াই বিচিত্র দেব শ্রী অঙ্গভূষণ।
নমো দিব্য দেহধর শ্রীশচীনন্দন।
যাহার কৃপায় ভক্তি হয় করাগত।
যাহার চরণে বৈষ্ণব সতত প্রণত।
যতেক দেবতা আর যত দেবগণ।
জিনিয়া মূর্তি বিশ্বম্ভর রূপ হন।
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর।
মধ্য দেশে বিরাজিত চৈতন্য সুন্দর।
অদ্বৈত বিপ্র যার পদে গড়াগড়ি।
যেপদ ভারসায় এভব নদী তরী।
সেই বিপ্র শিরোরত্ন চৈতন্যঅবতার।
তাহার পূজা বিধি বলিব এবার।
হরিভক্তিবিলাস চৈতন্যকল্প আর।
ভক্তিচন্দ্রিকা আর রসসুধাধার।
রাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা শ্রীকৃষ্ণবিলাস।
বিশ্বম্ভর রহস্য গ্রন্থ পড়ি অনায়াস।
এ সকল গ্রন্থ হতে তত্ত্ব নিয়া তার।
লিখলাম এপুস্তক চৈতন্যার্চ্চন সার।
শ্রী সুশীল পৌত্র দীন আদ্রীয়মান।
লিখিল এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রমাণ।

অথ প্রয়োগঃ-

ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা এই মন্ত্রের প্রয়োগ।

প্রাতকৃত্য :

ব্রাহ্মমুহূর্তে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শয্যা ত্যাগ করিবার পর ,গুরুর ধ্যান করিবে যথা—

ভালাম্বুজে গুরুং শুদ্ধং গৌরবর্ণনং স্মিতাননং।
শুক্লমাল্যাম্বরধরং শুভ্রচন্দনশোভিতং।
স্বস্তিকাসনসংবিষ্টং ব্যাখ্যামুদ্রাকরাম্বুজং।।

এই সম্যকরূপে ধ্যান করিয়া। যথার্থ মানসোপচারে পূজা করিয়া গুরু পরম্পরা নির্দিষ্ট মন্ত্র জপ করিবে।

এবং "গুহ্যাত্যাদি"মন্ত্রের দ্বারা জপ সমর্পণ করিয়া, পরম্পরা অনুসারে কুন্ডলিনির ধ্যান, চৌর গণেশের ন্যাস হংস ধ্যানকরিয়া, মহাপ্রভুর ধ্যান করিবে—

ধ্যায়েৎ শ্রীচৈতন্যদেবং রাধাকৃষ্ণস্বরূপকম্।
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দ্বিভুজং করুণাময়ম্।
তপ্তকাঞ্চণপুঞ্জাভং রক্তবস্ত্রং সুনাসিকম্।।

ইহার পর যথা নিয়মে মূল মন্ত্র জপ করিবে। এবং নিজের যাবতীয় কর্ম-কৃত্যাদি মহাপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিয়া চারিবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

স্নান বিধিঃ:

সাধক আপনাকে মন্ত্র দ্বারা পরিবৃত ভাবনা করিয়া প্রাতঃকালে স্নানের হেতু জলাশয় গমন করিবে। এবং যথাযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, একবার মাত্র জলের নিমজ্জিত হইবে, এবং সেই নিমজ্জন স্থলে একটি চতুষ্কোণমণ্ডল রচনা পূর্বক মন্ত্রবিদ সাধক সেই মন্ডল মধ্যে সূর্য মন্ডল হইতে অঙ্কুশ মুদ্রায় তীর্থাবহন করিবে "ওঁ গঙ্গে চং যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

ইহার পর মন্ডল মধ্যে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া নিজমস্তকে অষ্টবার জলাঞ্জলি দান করিয়া সেই জলে তিনবার অবগাহন করিবে। ইহার পর ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যস্বাহা তর্পয়ামি নমঃ "এই মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চবিংশতি বার শ্রী ভগবান মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে তপন করিবে।

◆ **যাগ মণ্ডপে গমন:**

স্নান নিমিত্ত পবিত্র হইয়া পূজাযোগ্য বাসসী পরিধান করিয়া, পূজা গৃহের দ্বারে "ওঁ দ্বারপালেভ্যো নমঃ "ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বারপাল গনের পূজা করিয়া পূজা গৃহে প্রবেশ করিবে।

◆ **ক্ষেত্রশুদ্ধি**

"ক্লীং কামপ্রদ ক্ষেত্রায় ফট্ "ইত্যাদি মন্ত্রে কিঞ্চিত শুদ্ধজল ভূমিতে প্রক্ষন করিবে।

ইহার পর তিনবার" শ্রী বিষ্ণু "শূদ্রপক্ষে "নমঃ বিষ্ণু" মন্ত্রে বিষ্ণুর স্মরণ করিবে।

◆ **পাঠ**

ওঁ দেবি তৎ প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হূঁ ফট চ তে নমঃ।
ওঁ সূর্য সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ।।

◆ পুণ্যাহবচণ-তত্ব মুদ্রায় আতপ তন্ডুল গ্রহণ করিয়া ঘন্টা বাদন পূর্বক

ওঁ হ্রীঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীমদ্ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য পূজনকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু । (বারত্রয় পাঠ)

ওঁ হ্রীঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীমদ্ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য পূজনকর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।(বারত্রয় পাঠ)

ওঁ হ্রীঁ কর্তব্যোহস্মিন্ শ্রীগণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বকঃ আদিত্যাদি নবগ্রহ সংসূচিতঃ সর্বমঙ্গলকারণম্ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য পূজনকর্মণি ওঁ স্বস্তিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। (বারত্রয় পাঠ)।

◆ **স্বস্তিসুক্ত-**

“স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ওঁ গণানাস্তা গণপতিগুং হবামহে,ওঁ প্রিয়ানাস্তা প্রিয়পতিগুং হবামহে, ওঁ নিধীনাস্তা নিধিপতিগুং হবামহে,বসো মম।ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।।

অথবা

“ওঁ হ্রীঁ হূং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণাশ্রবা স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌং মেধামৃতময়ী হূং স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু হ্রীং শ্রীং হূং ফট্ স্বাহা।“

ওঁ সর্ব্বাশ্চ দেবাশ্চ বিভীতকঞ্চ প্রভঞ্জতাং মেরুসুবর্ণাদায়ী।
কালোর্দ্ধ মা মা সচেন্দ্রিয়াং শ্রিয়ো বিবিক্তরাগায় পুনর্ভাবায় বৈ।।

◆ **সাক্ষ্যমন্ত্র কৃতাঞ্জলি পাঠ**

ওঁ সূর্য্য সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহক্ষপা।
পবনোদিপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরা।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।।

◆ **সংকল্প ।**

কুশীতে তিল তুলসী জল দুর্বা হরিতকি গন্ধ কুশ তণ্ডুল লইয়া উত্তর দিকে মুখ করতো সংকল্প করিবে-

বিষ্ণুরোম্ তৎসসদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রোঃ অমুক দেবশর্মা শ্রীমন্মথপ্রভুকৃষ্ণচৈতন্য প্রীতিকামো গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্বকং সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য পূজনকর্মাহং করিষ্যে।পরার্থে করিষ্যামি উল্লেখ্য।

◆ **সংকল্প সুক্ত পাঠ-**

ওঁ যজ্জাগ্রত দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।।
ওঁ ইন্দ্রদ্যানো বিবেশী পুষ্টাং মা কৃণোতি সতাং সিঞ্চধ্বং।
প্রাহিতামমরোতিঃ স্বর্গমাদধৎ কৃষ্ণায়ুর্দ্দেব ওহতে।।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন- -

ওঁ সংকল্পিতার্থাঃ সিধ্যন্তু সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথঃ।

বৈষ্ণবজ্ঞানবসুবর্ধায় ভক্তিবৃদ্ধিকরায় চ।।

আয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।।

◆ **পঞ্চগব্য শোধন:**

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত দশাক্ষর মূল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মন্ত্রের দ্বারা প্রতিটিতে ত্রিপত্র স্পর্শপূর্বাক

শোধন করিবে।

অথবা যাহারা বৈদিক মতসম্মত ক্রিয়া করিতে চান তাহারা যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন করিবে।

◆ **ঘটস্থাপন্**

ক্লীং মন্ত্রে প্রোক্ষণ।

ঐং মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন।

হ্রীং মন্ত্রে ঘটস্থাপন, হ্রীং মন্ত্রে জলদ্বারা ঘটপূরণ,অঙ্কুশ মুদ্রায় তীর্থবাহন—

হ্রীং গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ

সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিয়ে সরাংসি জলদা নদাঃ।

হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বপাতালমহীগতাঃ

সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্।।

(শিষ্যঅভিষেক কল্পে ঘটের জল ক্ষ-কারদি অ-কারান্ত মাতৃকাবর্ণ বিলোমক্রমে পুরন হইবে এবং তারপর তীর্থাদি আবাহন হইবে ,মূল মন্ত্র বারত্রয় জপ, ক্ষীরতরু প্রভৃতি ক্বাথ ঘটে নিক্ষেপ। এবং এই ক্ষেত্রে পঞ্চরত্ন পঞ্চগব্য পল্লব আদি সমস্ত বস্তু দশাক্ষর মূল মন্ত্রে ঘটোপরি প্রদান করিতে হইবে। তারপর ইন্দ্রবল্লী আম্রাদি পল্লব দান করিয়া ঘটাচ্ছাদন করিতে হবে, বিশেষ জ্ঞনার্থে মূলপদ্ধতি দ্রষ্টব্য)

হ্রীং মন্ত্রে পঞ্চরত্ন দান।নমঃ মন্ত্রে গন্ধ।

যং মন্ত্রে পুষ্প।হ্রীং মন্ত্রে দূর্বা।

হ্রীং মন্ত্রে কর্পূরযুক্ত পুষ্প।শ্রীং মন্ত্রে নবপল্লব।
হ্রীং শ্রীং মন্ত্রে তণ্ডুলপূর্ণ সরাব। হূং মন্ত্রে ফল দান।
স্ত্রীং মন্ত্রে স্থিরীকরণ। নমঃ মন্ত্রে বস্ত্রযুগল।
শ্রীং মন্ত্রে সিন্দূরদান।ওঁ মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ।
হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন।

তৎপরে স্থাং স্থীং হ্রীং শ্রীং স্থিরীভব মন্ত্রে স্থিরীকরণ। ঘটোপরি দশধা চৈতন্যগায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

◆ **সামান্যর্ঘ্য স্থাপণ-** সম্মুখভাগে কিঞ্চিত বামদিকে ভূমিতে ত্রিকোন বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া মণ্ডলোপরি ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা করে তাহার উপর ত্রিপদীকা বা বিল্বপত্র স্থাপন করিবেন,তাহার উপর" ফট্" মন্ত্রে কোশা ধৌত করিয়া আধারে স্থাপন করিবেন ওঁ নমঃ মন্ত্রে জলপূর্ণ করিয়া ওঁ মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবেন অতঃপর

"ক্রোং গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।

নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিংকুরু।।" মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় তীর্থবাহন করিয়া।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে তীর্থেভ্যো নমঃ মন্ত্রে পুষ্প দিবেন।হূং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন।

বং মন্ত্রে অমৃতকরণ করিয়া যোণিমুদ্রা দেখাইবেন ও দশধা প্রণব জপ করিবেন।

◆ তাহারপর দ্বারপূজা করিবেন।ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

◆ **ভূতাপসারণ-** কুশিতে চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, অক্ষত, দুর্বা, কুশ, খুদ প্রভৃতি লইয়া উহাতে ফট্ মন্ত্রে সাতবার জপ করিবেন।

ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারায় হূং ফট্ স্বাহা।

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।

অপসর্পন্তু তে সৰ্ব্বে নারসিংহেন তাড়িতাঃ।।

এই মন্ত্রে নারাচ মুদ্রায় চারিদিকে বিকিরণ করিবে।তৎপশ্চাৎ ভূমিশুদ্ধি করিবে।দক্ষিণহস্তে জল লইয়া

ওঁ রক্ষ রক্ষ হূং ফট্ স্বাহা মন্ত্রে মুষ্টিনিঃসৃত জল ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে।

◆ **আশনশুদ্ধি-** স্বস্তিকাসনে উপবেশন পূর্বক আসনের নিম্নে "ওঁ ক্লীং ভূমিং সংশোধয়ঃ সংশোধয়ঃ হূং ফট্ মন্ত্রে "জলবিন্দু দিয়া ভূমিস্পর্শ করিবে এবং ভূমিতে ত্রিকোন বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কন করিয়া ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ মন্ত্রে মণ্ডল পূজা করিবে আসন স্পর্শ করিয়া ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।

ত্বঞ্চ ধারায় মাং নিত্যাং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।

ঐ মণ্ডল পূজন-

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ক্লীঁ কামপ্রদঃ কমলাসনায় নমঃ।।

◆ ইহার পর বাম পাদের পাষ্ণির্র দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া, উৰ্দ্ধার্দ্ধ ক্রমে এয়বার করতালি প্রদান করিবে।

◆ মূল মন্ত্রের দ্বারা উর্ধ্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দিব্য বিঘ্ননিবারণ করিবে।

◆ হস্তে জল লইয়া মূল মন্ত্র সংযুক্ত "অস্ত্রায় ফট্ "অন্তরিক্ষবিঘ্ন নিবারণ করিবে।

◆ **তাহারপর গুৰ্ব্বাদি প্রণাম করিবে-**

যথা স্ববামে গুরুভ্যো নমঃ পরমগুরুভ্যো নমঃ,

পরাপরগুরুভ্যো নমঃ,

দক্ষিণে গণেদেবায় নমঃ।

মধ্যে ভগবত্যৈ নমঃ

এবং মূলবীজ সংযুক্ত কৃষ্ণ চৈতন্যদেবায় নমঃ

পশ্চাতে ক্ষেত্রপালায় নমঃ।।

◆ **করশোধন**

" অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে পুষ্প গ্রহণ করিয়া এবং দুই হস্তে তাহা মর্দন পূর্বক ঈশান কোণে "ফট্" মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে।

◆ **দ্রব্যশুদ্ধি-**

মূল মন্ত্রান্তে ফট্ মন্ত্র সংযুক্ত করিয়া তিনবার সামান্যার্ঘ্যোদকের দ্বারা পূজা দ্রব্যাদিতে প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

◆ **মন্ত্রশুদ্ধি/মন্ত্রামৃতকরণ-**

অং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা অং

কং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা কং

চং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা চং

টং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা টং

তং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা তং

পং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা পং

যং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা যং

শং ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা শং

◆ ইহার পর স্ফোটিকা মুদ্রায় অস্ত্র মন্ত্রের "ফট্" দ্বারা দশদিক বন্ধন করিবে।

◆ **বহ্নিবেষ্টন-**

"রং"এই বহ্নি বীজের দ্বারা আপনার চারিপাশে বহ্নিজলধারার প্রাচীর চিন্তা করিবে।

◆ **ভূতশুদ্ধি-**

যোগ পারঙ্গম সাধক যোগতত্ত্বের দ্বারা পঞ্চভূতময় আত্মদেহ, পঞ্চ বীজে বিন্যাস করিয়া পঞ্চতত্ত্ব ময় ব্রহ্মে আপন খিল শরীরকে শোধন করিয়া, শূণ্য জ্ঞানে সর্বত্র শরীরকে চিন্তা করিবে, এবং সোঽহং ভাবনার দ্বারা শ্রী ভগবান এবং নিজেকে একীভূত ভাবনা করিয়া নিজেকে তাহার প্রতিরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে, বৈষ্ণব ক্ষেত্রের দাস চিন্তনীয় আবশ্যকীয়।

ইহার পর যথার্থ বিধানে পাপ পুরুষ সংঘাতপূর্বক আপনার স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম ময় করিয়া তুলিবে যোগ তত্ত্ব বলে।

*যাহারা যোগসচেতন নন তাহারা কেবল স্বীয় হৃৎকমলে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল চিন্তা করিলেই ভূত-শুদ্ধি হইবে, ইহা বৈষ্ণব ভূতশুদ্ধি নামে কীর্তিত।

*অথবা মুখ্য তন্ত্রাচারির পক্ষে

ওঁ ধর্মকন্দ সমুদ্ভুতং জ্ঞাননাল সুশোভনম্।
ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরবৈরাগ্যকর্ণিকম্।
স্বীয় হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেণ বিকাশিতম্।
কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপ কলিকা নিভম্।
জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সংচিন্ত্য কুণ্ডলীম্।
সুষুন্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মানি যোজয়েৎ।।

ইত্যাদি মানসচিন্তনে ভূতশুদ্ধি ঘটে

*'ওঁ হ্রৌং ' ১০৮ বার জপ করিলেও ভূতশুদ্ধির ফল প্রাপ্ত হয়।

◆ **ব্যাপকন্যাস-**

"আং হূঁ ফট্ স্বাহা" অথবা "ক্লীং "মন্ত্রের দ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত সপ্তবার ব্যাপকন্যাস করিবে।

◆ **জীবন্যাস-**

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমদ্কৃষ্ণচৈতন্য দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণা।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমদ্কৃষ্ণচৈতন্য দেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমদ্কৃষ্ণচৈতন্য দেবতায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতাণি।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীমদ্কৃষ্ণ চৈতন্যদেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

◆ **মাতৃকা ন্যাস**

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ ক্লীং কীলক: মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

উক্ত মন্ত্রদ্বারা মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক লিখিত স্থলে পুষ্প বা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে ন্যাস (স্পর্শ) করিবে।

শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ ক্লীং কীলকায় নমঃ।

করন্যাস – ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হূং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠ্যাভ্যামন্ত্রায় ফট্‌।

অঙ্গন্যাস – ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্‌। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হূং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠ্যাভ্যামন্ত্রায় ফট্‌।

*অথ বাহ্যমাতৃকান্যাস

পঞ্চাশল্লিপিভিব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্যন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্র শকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্‌। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে।

(সর্ব্বত্র “ওঁ” পদ আদিতে এবং “নমঃ” অন্তে যোগ করিয়া ন্যাস করিবে।)

ওঁ অং নমঃ ললাটে, ওঁ আং নমঃ মুখবৃত্তে, (এই ক্রমে) ইং ঈং চক্ষুযোঃ, উং উঃ কর্ণয়োঃ, ঋং ঋং নসোঃ, ঌং রং গণ্ডয়োঃ এং ওষ্ঠে, ঐং অধরে, ওং ঊর্দ্ধদন্তে, ঔং অধোদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ মুখে। কং দক্ষিণ বাহুমূলে, খং কূর্পরে, গং মণিবন্ধে ঘং অঙ্গুলিমূলে, ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহু মূল প্রভৃতি স্থানে। টং ঠং ডং ধং ণং দক্ষিণ পাদমূল হইতে অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত। তং থং দং ধং নং বামপাদমূল হইতে অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত। পং দক্ষিণপার্শ্বে, কং বামপার্শ্বে, বং পৃষ্ঠে ভং বাভৌ, মং উদরে,

যং হৃদি, রঙ দক্ষিণ স্কন্ধে, লং ককুদি, বং বামস্কন্ধে শং হৃদয়াদি বামপদে হৃদয়াদ্যুদরে, ক্ষং হৃদয়াদিমুখে।

(ন্যাসে'র হস্তক্রম- ললাটদেশে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা ন্যাস করিবে। মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার যোগে ন্যাস করিবে। এইরূপ নেত্রদ্বয়ে বৃদ্ধা ও অনামিকা; কর্ণদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠা; গণ্ডদ্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা; ওষ্ঠদ্বয়ে মধ্যমা; দন্তপংক্তিদ্বয়ে অনামিকা; মস্তকে মধ্যমা, মুখে অনামিকা ও মধ্যমা; হস্ত, পদ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমা; নাভিদেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠা; উদরে সর্ব্বাঙ্গুলি; বক্ষস্থল, অংশদ্বয় ককুৎস্থল, হৃদয় হইতে হস্ত পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে পাদ পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত ও হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত, স্থানে হস্ততলদ্বারা ন্যাস করিবে। এই মাতৃকামুদ্রা বলা হইল, এই মুদ্রা না জানিয়া যে ব্যক্তি অন্যরূপে ন্যাস করিবে, তাহার ন্যাস বিফল হইবে।

মূলে অন্তর্মাতৃকা ন্যাসের উল্লেখ হয়নাই তাই করিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি যাহারা ইচ্ছা করেন তাহাদের জন্য ইহা সংযোজন করিলাম।

বিষ্ণুবিষয়ে স্বতন্ত্র অন্তর্মাতৃকা ন্যাস যথা- আধারাদি মস্তক পর্য্যন্ত ষট্ পদ্মে নিম্নলিখিত বর্ণন্যাস করিবে।

যথা – মূলাধারস্থিত সুবর্ণাভ চতুর্দ্দলপদ্মে – ওঁ বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ।

লিঙ্গমূলস্থিত বিদ্যুদাভ ষড়্দলে স্বাধিষ্ঠানপদ্মে – ওঁ বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ।

নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদল মণিপুরপদ্মে – ওঁ ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, ফং নমঃ।

হৃদয়স্থিত প্রবালরুচিসন্নিভ দ্বাদশদল অনাহত পদ্মে – ওঁ কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ।

কণ্ঠস্থিত ধুম্রবর্ণ ষোড়শদল বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে – ওঁ অং নমঃ, আ নমঃ, ইং নমঃ, উং নমঃ, ঋং নমঃ, ঋৃং নমঃ, ৯ নমঃ, ষ্টং নমঃ, এং নমঃ, ঐং

নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ,অং নমঃ, অঃ নমঃ।

ভ্রুমধ্যস্থিত চন্দ্রবর্ণ দ্বিদলপদ্মে হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।)

বর্ণ ন্যাস-

হৃদি- অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঋৃং ৯ং ৯৯ং নমঃ।

দক্ষবাহু- এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ।

বামবাহু- ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ।

দক্ষপাদে– ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ।

বামপাদ- মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।

শ্রীবাসুদেবাদিন্যাস—

অস্য ন্যাসরাজস্য শ্রী নারদ ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বাসুদেবদেবতা ওঁ বীজং স্বাহা শক্তি দেবী কাত্যায়নী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আত্মনোহচ্যুতায়ত্তে বিনিয়োগঃ।

এই ঋষ্যাদি পাঠান্তে শিরাদি -পঞ্চাঙ্গ স্থানে ন্যাস করিবে। যথা—

শিরসি-নারদ ঋষয়ে নমঃ।

মুখে -গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ।

হৃদি -শ্রীমদ্বাসুদেব দেবতায়ৈ নমঃ।

গুহ্যে-ওঁ বীজায় নমঃ।

পাদয়োঃ-স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।

সর্বাঙ্গে- অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়ন্যৈ নমঃ।

বাসুদেবের ধ্যান করিবে-

ধ্যায়েদাতপ্তহেমদ্যুতিরুচিরতমং পীতবস্ত্রং প্রসন্নং,
শ্রীবৎসোদ্ভাসিবক্ষঃস্থলকলিত-লসৎকৌস্তভং দিব্যভূষং।
হস্তাম্ভোজৈর্দধানং দরকমলগদাচক্রমানন্দরূপং
লক্ষ্ম্যা জুষ্টং খগেশাসনমমরমণিং বাসুদেবং পরেশং।।

ন্যাস-ওঁ অং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা ললাটে, ওঁ আং অনন্তায় শক্ত্যৈ স্বাহা মুখবৃত্তে, (এই ক্রমে)

দক্ষ চক্ষু-ওঁ ইং হৃষিকেশায় শ্রীয়ৈ স্বাহা।

বাম চক্ষু- ওঁ ঈং সঙ্কর্ষণায় প্রীত্যৈ স্বাহা।

দক্ষ কর্ণে-ওঁ উং বিষ্ণবে পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা।

বাম কর্ণে- ওঁ ঊং বৈকুণ্ঠায় রমায়ৈ স্বাহা।

দক্ষ নাসা -ওঁ ঋং মাধবায় কমলায় স্বাহা।

বাম নাসা -ওঁ ৠং কমললোচনায় কান্ত্যৈ স্বাহা।

দক্ষ গণ্ডে -ওঁ ৯ং বিশ্বনাথায় বিশ্বায়ৈ স্বাহা।

বাম গণ্ডে -ওঁ ৯৯ং বিশ্বেশ্বরায় শান্ত্যৈ স্বাহা।

ওষ্ঠে -ওঁ এং নারায়ণায় বিরক্ত্যৈ স্বাহা।

অধর-ওঁ ঐং নরায় বুদ্ধ্যৈ স্বাহা।

ঊর্ধ্বদন্তে-ওঁ ওং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ স্বাহা।

অধোদন্ত-ওঁ ঔং দেবকীনন্দনায় শ্রুত্যৈ স্বাহা।

মস্তকে-ওঁ অং পরেশায় পরায়ৈ স্বাহা।

মুখবিবরে -ওঁ অঃ পরমেষ্ঠায় শোভায়ৈ স্বাহা।

ব্যাঞ্জনবর্নের দ্বারা ন্যাস।

দক্ষ বাহুর পঞ্চ সন্ধি স্থলে- ওঁ কং গদাধরায় দুর্গায়ৈ স্বাহা বাহুমূলে- ওঁ খং চক্রীনে জয়ায়ৈ স্বাহা কূর্পরে, ওঁ গং শঙ্খধারায় বিজয়ায়ৈ স্বাহা মণিবন্ধে,ওঁ ঘং শার্ঙ্গীনে বিরজায়ৈ স্বাহা অঙ্গুলিমূলে, ওঁ ঙং হরিনে ক্লিন্ন্যৈ স্বাহা অঙ্গুল্যগ্রে। ইত্যাদি ক্রমে বাম বাহুর পঞ্চ সন্ধি স্থলে -ওঁ চং সুরায় বসুমত্যৈ স্বাহা,বাহুমূলে, ওঁ ছং কৃষ্ণায় বসুন্ধরায়ৈ স্বাহা কূর্পরে, ওঁ জং গোবিন্দায় বসুদায়ৈ স্বাহা,মণিবন্ধে, ওঁ ঝং শৌরীনে বসুধায়ৈ স্বাহা। অঙ্গুলিমূলে,ওঁ ঞং মধুসূদনায় সন্ধায়ৈ স্বাহা অঙ্গুল্যগ্রে। ইত্যাদি ক্রমেই আদিতে প্রণব এবং অন্তে হৃদয় সংযুক্ত করিয়া ন্যাস হইব টং বামনায় দয়ায়ৈ স্বাহা,ঠং শ্রীধরায় হর্ষায়ৈ স্বাহা, ডং ত্রিবিক্রমায় মেধায়ৈ স্বাহা, ঢং খড়্গিনে প্রভায়ৈ স্বাহা ,ণং মুষলীনে চণ্ড্যৈ স্বাহা -দক্ষিণ পাদমূল হইতে পদাঙ্গুল্যগ্র।

ইত্যাদি ক্রমে বামপাদমূল হইতে পদাঙ্গুল্যগ্রে ন্যাশ করিবে—

তং অঙ্কুশীনে বিলাসিন্যৈ স্বাহা,থং বরাহায় ধরণ্যৈ স্বাহা, দং প্রদুম্নায় রত্যৈ স্বাহা, ধং সত্যায় ভক্ত্যৈ স্বাহা, নং অনিরুদ্ধায় ঊষায়ৈ স্বাহা।

দক্ষ পার্শ্বে -ওঁ পং যজ্ঞেশায় উমায়ৈ স্বাহা।

বাম পার্শ্বে -ওঁ ফং শ্রীরামায় কৃপায়ৈ স্বাহা।
পৃষ্ঠে-ওঁ বং জগন্নাথায় আকৃষ্ট্যৈ স্বাহা।
নাভি-ওঁ ভং ভৃগদ্বহায় উগ্রায়ৈ স্বাহা।
জঠর -ওঁ মং কূর্ম্মায় ধৃত্যৈ স্বাহা।
হৃদয় -ওঁ যং ত্বগাত্মনে হয়গ্রীবায় বাণ্যৈ স্বাহা।
দক্ষিণ স্কন্ধে-ওঁ রং অসৃগাত্মনে জনার্দ্দনায় আদ্যায়ৈ স্বাহা।
গ্রীবা—ওঁ লং মাংসাত্মনে বালানুজায় মূর্ত্ত্যৈ স্বাহা।
বাম স্কন্ধে-ওঁ বং মেদাত্মনে বালায় ঋদ্ধ্যৈ স্বাহা।
হৃদ্যাদি দক্ষবাহু -ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে গদাগ্রজায় শুদ্ধ্যৈ স্বাহা।
হৃদ্যাদি বামবাহু -ওঁ ষং মজ্জাত্মনে দামোদরায় পুষ্ট্যৈ স্বাহা।
হৃদ্যাদি দক্ষপদে-ওঁ সং শুক্রাত্মনে কমলেক্ষণায় তুষ্ট্যৈ স্বাহা।
হৃদ্যাদি বামপদে -ওঁ হং প্রাণাত্মনে যজ্ঞায় আহুত্যৈ স্বাহা।
হৃদ্যাদি উদরে -ওঁ লং জীবাত্মনে উরুক্রমায় শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা।
হৃদ্যাদি উদরে -ওঁ ক্ষং ক্রোধাত্মনে নরসিংহায় সংহৃত্যৈ স্বাহা।

◆ মন্ত্রন্যাস- একাগ্রচিত্তে তত্ত্ব মুদ্রায় নিম্নোক্ত দেহের স্থানসমূহে ন্যাস করিবে যথা—

মস্তক-ক্লীং নমঃ।
ললাট-ক্রীং নমঃ।
মুখ-কৃং নমঃ।
কন্ঠ-ষ্ণং নমঃ।
হৃদয়-চৈং নমঃ।
উদার-তং নমঃ।
নাভি-ন্যাং নমঃ।
লিঙ্গ-য়ং নমঃ।
জানুদ্বয়-স্বাং নমঃ।
পাদদ্বয়ে-হাং নমঃ।

◆ পুনরায় মূল মন্ত্রটি সাধক দুটি হস্তের তলপৃষ্ঠে ও পার্শ্বে ন্যাস করিয়া, দশটি করাঙ্গুগুলীতে মন্ত্রের এক একটি অক্ষর পূর্বক্ত প্রকারের

বিন্যস্ত করিবে।

◆ অনন্তর মূল মন্ত্রে পাদ হইতে মস্তক এবং মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত হস্তদ্বয় বিন্যাস পূর্বক ব্যাপকন্যাস করিবে।

◆ **ঋষ্যাদিন্যাসঃ**

অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবতা ক্লীঁ ক্রীঁ বীজ স্বাহা শক্তি আদ্যা শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রেম-ভক্তি-লাভার্থে বিনিয়োগঃ।।

শিরসি-নারদ ঋষয়েঃ নমঃ।

মুখে-গায়ত্রীচ্ছন্দসেঃ নমঃ।

হৃদি– শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য দেবতায়ৈ নমঃ।

লিঙ্গে -ক্লীঁ ক্রীঁ বীজায়ঃ নমঃ।

পদে-স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।

সর্বাঙ্গে-আদ্যা শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতায়ৈ নমঃ।

◆ **অঙ্গন্যাস-**

ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ।ক্রীঁ শিরসে স্বাহা।কৃষ্ণ শিখায়ৈ বষট্।চৈতন্য কবচায় হুং।স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস-

ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ক্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা।

কৃষ্ণ মধ্যমাভ্যাং বষট্।

চৈতন্য অনামিকাভ্যাং হুং।

স্বাহা কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

◆ **পীঠন্যাস –**

(এই ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে পূজা পদ্ধতি সকলে বিশেষত পীঠন্যাস অগ্রে হয় অনন্তর করন্যাসাদি হইয়া থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে মূল পদ্ধতিতে যাহা রহিয়াছে আমি তাহাই এই ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করিলাম।)

:পীঠন্যাস ও পীঠশক্তি ন্যাস করিবে।ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।এই ক্রমে প্রথমে ওঁ পরে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে মূলপ্রকৃতৈ, কূর্ম্ম,অনন্তায়, পৃথ্ব্যৈ,ক্ষীরাব্ধয়ে,শ্বেতদ্বীপায়,রত্নমণ্ডপায়।

দক্ষস্কন্ধে ধর্ম্মায়।

বামস্কন্ধে জ্ঞানায়। বাম উরুতে বৈরাগ্যায়।

দক্ষ উরুতে ঐশ্বর্য্যায়।

মুখে অধর্ম্মায়।

বামস্পার্শে অজ্ঞানায়।

নাভিতে অবৈরাগ্যায়।

দক্ষপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়।

এই ক্রমে রত্ন মণ্ডপের অভ্যন্তরে চতুর্দিকে কেন্দ্রে-ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ ইত্যানুসারে রত্নবেদীকায়ৈ, রত্না সিংহাসনায়,আনন্দকন্দায়,প্রকৃতিময়পত্রেভ্য,বিকারময় কেশরেভ্য,তত্ত্বময় কর্ণিকায়ৈ,মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে,অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে,উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে,আং আত্মনে,অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

ইহার পর কেশরের মধ্যে ১৬ টি শক্তি এবং তন্মধ্যদেশে মুখ্য শক্তি'র ন্যাস করিবে—ওঁ লক্ষ্ময়ৈ নমঃ, ক্রমে ববসুমত্যৈ, ভদ্রায়ৈ, বিমলায়ৈ, অমলায়ৈ, অরুন্ধত্যৈ, গান্ধার্য্যৈ, ক্ষমায়ৈ, শান্তৈ, হরিপ্রিয়ায়ৈ, রত্যৈ, কান্ত্যৈ, ধৃত্যৈ, সত্যৈ, সুভদ্রায়ৈ। মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপ্রিয়ায়ৈ নমঃ। পূর্ণমধ্যে ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ। এইরূপ পীঠ মন্ত্রে পীঠ সকলের অর্চনা করিয়া, পুনর্ব্বার ওঁ নমঃ সুদর্শনায়াস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রী দিগ্বন্ধন করিবে। ইহার পর স্বক্রোড়ে অধো-বাম করদ্বয় উত্তানভাবে সংস্থাপন করিয়া তাহাতে পুষ্প লইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পুরুযোত্তমের ধ্যান করিবে—

(নবদ্বীপধ্যান)

স্বর্ধনীতীরমাসাদ্য নবদ্বীপে জনালয়ে।
ব্রাহ্মণৈঃ পণ্ডিতৈর্ভট্টৈরাচার্য্যৈশ্চক্রবর্ত্তিভিঃ।

কবিভিঃ কবিরাজৈশ্চ কাব্যবিদ্ভির্বিচক্ষণৈঃ।
বৈদ্যৈর্বৈদ্যকশাস্ত্রজ্ঞৈর্জ্যোতির্বিদ্ভিঃ সমন্বিতে।
দাতৃভির্জ্ঞানিভির্ধন্যৈর্বেদবিদ্ভিশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
করবীরৈঃ সিতৈরক্তৈঃ শতপত্রৈশ্চতুর্বিধৈঃ।
নিষেবিতে পুনস্তত্র কদম্বতরুমূলতঃ।
দিব্যং মনোহরং স্থানং গন্ধবায়ুনিষেবিতৈঃ।
বেষ্টিতং ভক্তবর্য্যৈশ্চ তত্তদ্ভাবসমন্বিতৈঃ।
করস্থমাল্যযুগ্মৈশ্চ জয় গৌরেতি বাদিভিঃ।
ক্রমাৎ সপ্তবৃতিযুতৈর্দিব্যবেশবিভূষণৈঃ।
তন্মধ্যে বর্ত্ততে দিব্যং চতুরস্রং সুখাসনং।
ভক্তিভাবসমাযুক্তস্তত্রাসীনং বিচিন্তয়েৎ।

(চৈতন্যধ্যান)

ধ্যায়েদাতপ্ত জম্বূনদরুচিরুচিরং শুক্লরক্তান্তচীরং।
দিব্যরক্তাসনস্থং স্মিতবলিতমুখাম্ভোজরক্তদ্বিনেত্রং।
শ্রীখণ্ডালিপ্তবক্ষঃস্থলকলিতলসন্মালতীমাল্যযুগ্মং
চৈতন্যং দিব্যভূষং দ্বিজমুকুটমণিং ভক্তমালাভিষিক্তং।।

এই রূপ অর্চিত পীঠে পরমাত্মা লীলাপুরুষোত্তমের ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটি নিজের মস্তকের স্থাপন করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে, যথা—

কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ।
তর্জ্জনীভ্যাং যং বায়াত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ।
মধ্যমাভ্যাং রং বহ্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ।
অনামিকাভ্যাং বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ।

ইহার পর পুষ্পটি ঘটোপরি প্রদান করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে,যথা প্রয়োগমাহ—

পূজক নিজের বাম দিকে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া সেই চতুষ্কোণ মণ্ডলের মধ্যে একটি বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে

এবং সেই ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে "হূং" এ বীজমন্ত্র লিখিয়া অর্চ্চনা করিবে। যথা— এতে গন্ধপুস্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কুর্ম্মায় নম;, ওঁ অনন্তায় নমঃ, অঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

তৎপরে উহার উপরে ত্রিপদিকা আরোপণ করিয়া "হূং ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ ধুইয়া মণ্ডলের উপর রাখিবে। মূলমন্ত্র শুদ্ধ জল উহাতে দিয়া – 'মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে ত্রিপদিকায় – 'অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ'' এই মন্ত্রে শঙ্খে অনন্তর হৃদয়ায় নমঃ মন্ত্রে শঙ্খ মধ্যে গন্ধ পুস্প জব ও দূর্ব্বা বা নিক্ষেপ করিবে, ইহার পর বিলোম ক্রমে অর্থাৎ ক্ষকারাদি অকারন্তক্রমে ওঁ ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ল্লীং ৯ং (লীং) ঋৃং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং । এই বিলোম মাতৃকা পাঠ করিতে করিতে তিন ভাগ জল পূরণ করিয়া" শিরসে স্বাহা "এই মন্ত্রের দ্বারা জলপূর্ণ করিবে। ইহার পর "উং সোমমণ্ডলায় যোড়শ কলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে জলে পূজা করিবে।তৎপরে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা জল শোধন করিবে। মন্ত্র যথা— 'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।' পাত্র স্থিত বিমল জলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে চিন্তা করিবে, তদনন্তর শঙ্খস্থ জল তিনভাগ করিয়া মূলমন্ত্রে গন্ধপুস্প দিয়া পুস্প দূর্ব্বা, গন্ধ ও তণ্ডুলাদিতে অর্ঘ্য সাজাইয়া তদুপরি রাখিয়া "শিখায়ৈ বষট্ "মন্ত্রের দ্বারা গালিনী মন্ত্র দেখাইয়া, "নেত্রাভ্যাং বৌষট্" এই নেত্রমন্ত্রে নিজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া "কবচায় হুং"এই মন্ত্রের দ্বারা অবগুণ্ঠনমুদ্র মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় হৃদয় হইতে দেবতার অঙ্গমন্ত্র সকলকে আবাহন করিবে শঙ্খ পাত্রোপরি, এবং অঙ্গমন্ত্রে অঙ্গ দেবতাদের পূজা করিবে ইহার পর শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে আবাহনাদি অষ্টমূদ্রাপ্রদর্শনাভিবাদনাদির দ্বার আবাহন করিবে। ক্রমশঃ অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা দিগ্বন্ধন করিয়া বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অমৃতীকরণ করিয়া শঙ্খমুদ্রা দেখাইয়া সেই জলে মৎস মুদ্রার দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং মূল মন্ত্র অষ্টবার জপ করিবে।

তদনন্তর সেই বিশেষার্ঘ্যপাত্রের জল কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে লইয়া সেই জলে মূল মন্ত্র জপ করতো নিজ মস্তকে ও পূজার উপরকণাদিতে অভ্যুক্ষণ করিবে। (ছিটাইয়া দিবে)।

ইহার পর চৈতন্যানন্দ নামক যন্ত্র লিখিবে/আঁকিবে।

◆ ইহার পর পুনরায় ঋষ্যাদিন্যাস-কর-অঙ্গন্যাস -পীঠন্যাস এবং ধ্যান করিয়া পুনঃ মূলমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আবাহনাদি অষ্টমূদ্রাপ্রদর্শন পূর্বক আবাহনাদি করিয়া জীবন্যাসানুক্রমে দেবতার হৃদয়ে মৃগমুদ্রার দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতার অঙ্গে মূলমন্ত্রে ষড়াঙ্গন্যাস করিয়া সকলীকরন করিবে।

◆ ইহার পরে উপাচার/ ষোড়শোপচার নিবেদন করিবে—

১) আসন-মূলবীজান্তে ইদং রজতাসনং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

২) স্বাগত -কৃতাঞ্জলি পাঠ-

(বীজ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবঃ স্বাগতং সুস্বাগতং।

৩) বীজ এতৎপাদ্যং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবায়ঃ নমঃ।

৪) অর্ঘ্য, তত্ত্ব মুদ্রায় নিবেদন-বীজ এষ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়ামি স্বাহা (অর্ঘ্যটি দেবতার শিরে তুলিয়া দিবে)

৫) আচমনীয়-বীজ ইদং আচমনীয়োদকং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় স্বধা।

৬) মধুপর্ক-বীজ এষ মধুপর্কঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় স্বধা।

৭) পুনরাচমনীয় -আচমনীয়বৎ।(ত্রয়বার)

৮) স্নানীয়-বীজ ইদং স্নানীয়োদকং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবায়ঃ নমঃ।

৯) বাসসী-বীজ ইমানি সোপবিত বস্ত্রানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবায়ঃ নমঃ।

১০) আভরন-বীজং ইদং আমুকাভরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবায়ঃ নিবেদয়ামি।

১১) গন্ধ -বীজ এষ গন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবায়ঃ নমঃ।

১২) পুষ্প, বিল্বপত্র-বীজ ইদং সচন্দন পুস্প,বিল্বপত্রঞ্চ শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যায় বৌষট্।

১৩) মাল্য-বীজ ইদং অমুকমাল্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবায়ঃ নিবেদয়ামি।

১৪) ধূপ,দীপ -বীজ এষ ধূপ,দীপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।(ঘন্টা

বাদন পূর্বক দেবতার দৃষ্টি পর্যন্ত ধুপ দ্বীপ প্রদর্শন করাইবে।)

১৫) আমান্ননৈবেদ্য -বীজ ইদং সহিত আমান্ননৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি।

১৬) পানার্থোদক-বীজ ইদং পানার্থোদকং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি।

◆ আচমনীয়োদকং তাম্বুল-বীজ ইদং জল-তাম্বুলং শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি।

◆ তর্পন- বীজ শ্রীমদ্‌কৃষ্ণ চৈতন্যং তর্পয়ামি নমঃ।(অমৃত/মধু/সমান্যার্ঘ্যোদকে)

◆ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি -দেহের দক্ষিণ বামপাদে যথা শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসী,হৃদয়ে যথা শ্বেত করবী,মস্তকে রক্ত করবী,শিরোমধ্যে পদ্ম এবং সর্ব্বাঙ্গে সমগ্র -বীজ এতানি সচন্দন অমুকপুস্প-পত্রাঞ্জলি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় বৌষট্

◆ **আবরণ পূজা-**

দেব! আজ্ঞাপয় ভবতঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। এরূপ কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিয়া দেবতা হইতে আবরণ পূজার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছো ভাবিবে।

ইহার পরেতে যন্ত্রস্থ পদ্মকর্ণিকায় আগ্নেয়াদি চতুষ্ককোণে হৃদয়াদি অঙ্গদেবতা সকলের গন্ধ পুষ্পের দ্বারা ধ্যান করিয়া, পূজা করিবে ।

ধ্যান-

রক্তশ্যামপাটলাভশুক্লকৃষ্ণানলপ্রভা।
সুবর্ণবসনালেপযুক্তা দিব্যবিভূষণাঃ।
বরাভীতিকরা ধ্যেয়াঃ প্রেমস্নিগ্ধেক্ষণাঃ শুভাঃ।।

এইরূপে ধ্যান করিয়া, আবাহন করিয়া পূজা করিবে যথা

অগ্নিকোণ- ওঁ ক্রীঁ হৃদয়ায় নমো নমঃ।

নৈঋতে-ওঁ ক্রীঁ শিরসে স্বাহা নমঃ।

বায়ুকোণে -ওঁ ক্রীঁ শিখায়ৈ বষট্ নমঃ।

ঈশানে-ওঁ ক্রীঁ কবচায় হুঁ নমঃ।

মধ্যে -ওঁ ক্রীঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্ নমঃ।

দিক্ষু-ওঁ ক্রীঁ অস্ত্রায় নমঃ।।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে এইখানে শ্রীযুক্ত ভক্তিচন্দ্রিকার টীকাকার কেবলমাত্র প্রেম বীজের দ্বারাই এই ক্ষেত্রে অঙ্গ দেবতার পূজা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার টীকায়। কিন্তু এইখানে যদি সম্প্রদায় সচেতন সাধক স্বপরম্পরা অনুসারে পূর্বে উল্লিখিত ষড়ঙ্গক্রমে পূজাদি করিয়া থাকে ,তাহলে ইহাতে কোন প্রমাদ হইবে না।)

◆ দ্বিতীয়াবরণ-

ধ্যান –

ওঁ প্রেম্না প্রভুমুখাম্ভোজপ্রেক্ষকাঃ পুলকাকুলাঃ।

দিব্যমালা করাম্ভোজাঃ।।

আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্পের দ্বারা

ইহার বহির্ভাগে যেই ষট্ কোন লিখিত আছে তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অগ্রবর্তী কোণে ওঁ গদাধরপণ্ডিতায় নমঃ।

দেব দক্ষিণে-ওঁ স্বরূপদামোদরায় নমঃ। বামে-ওঁ শ্রীমন্নরহরিদেবায় নমঃ।

পশ্চাৎ ভাগে-ওঁ দাসগদাধরায় নমঃ।

ইহার হইতে দক্ষিণে-ওঁ বাসুদেবদত্তায় নমঃ।

বামে-ওঁ শিবানন্দসেনায় নমঃ।

◆ তৃতীয় আবরণ-ধ্যান-

সর্বে চন্দনমালিনঃ ,হরিনামপরাঃ কেচিৎ কেচিত্তন্নামতৎপরাঃ।

প্রেমাঙ্কুরসমাযুক্তাঃ প্রেমাশ্রুনয়নোজ্জ্বলাঃ।

এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্পের দ্বারা পূজা। যথা অগ্র কেশরের পূর্বাদিক্রমে

প্রথমে প্রণব এবং অন্তে হৃদয় যুক্ত করিয়া পূজা করিবে,

শ্রী নিত্যানন্দ ।

শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য।

মুরারি গুপ্ত।

শ্রীনিবাস আচার্য।

মাধবেন্দ্রপুরী ।

পরমানন্দপুরী।ব্রহ্মানন্দ যতি।
নরসিংহানন্দ যতি।
সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ কেশব ভারতী। গোবিন্দানন্দ।
গোবিন্দ দাস ।
বক্রেশ্বর,
তাহারপর সঙ্গীততৎপর
হরিদাস।
মুকুন্দ।
দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিদাস । ইহাদের ক্রমে পূজা করিবে।

◆ **চতুর্থ আবরণ- ধ্যান**

ওঁ সর্ব্বে দিব্যানুলেপনাঃ। ধ্যেয়া দিব্যাম্বরাঃ প্রেমরসবিহ্বলচেতসঃ।।

এইরূপে ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিবে যথা ,কেশরের বহির্ভাগে ষোড়শপত্র মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে-

পূর্ববৎ অগ্রে প্রণব ও পশ্চাতে হৃদয় (বীজ) যুক্ত করিয়া—
সার্ব্বভৌম, প্রদক্ষিণক্রমে
বল্লব ।জগদানন্দ ।
মুকুন্দ।রঘুনন্দন ।
জগন্নাথ মিশ্র । শচী দেবী ।
গোবিন্দ ঘোষ।কাশীশ্বর।
কৃষ্ণ দাস। শ্রীরাম দাস ।
সুন্দরানন্দ। আদি পরমেশ্বর দাস।
পুরুষোত্তম দাস। গৌরী দাস । কমলাকর।

◆ পঞ্চম আবরণ- ধ্যান

সর্ব্বে ভগবতা গৌরপ্রেমবিহ্বলমানসাঃ।
হরিনামরতো ধ্যেয়া দিব্যমাল্যকরাম্বুজাঃ।

এরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে, গন্ধ পুষ্পের দ্বারা তাহার বহির্ভাগে ষোড়শদলাগ্রে পূর্বের ন্যায় প্রথমে—

জ্ঞানানন্দ।বাসুদেব ঘোষ।

প্রতাপরুদ্র। রামনন্দ ।

রাঘব। প্রদ্যুম্ন।

শ্রীসুদর্শন।বাণী নাথ।

বিষ্ণুদাস।দামোদর ।

পুরন্দর। আচার্য্যচন্দ্র।

চন্দ্রশেখর।চন্দনেশ্বর।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত। এই ষোড়শ জনের পূজা করিবে।

◆ ষষ্ঠ আবরণ-তাহার বহির্ভাগে অষ্টদিকে ইন্দ্রাদি দিকপাল সকলের, এবং অষ্টম আবরণে তাহার বহির্ভাগে দিকপালগণ-এর অস্ত্র সকলের যথারীতি নিয়মানুসারে পূজা করিবে। ইহার অধোদেশে ওঁ চক্রায় নমঃ উর্দ্ধ দেশে ওঁ পদ্মায় নমঃ ইহাদের পূজা করিবে। ইহার পর নিত্যানন্দের পূজা করিবে যথা মন্ত্র -ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নিত্যানন্দায় স্বাহা।

অস্য মন্ত্রস্য শ্রী বিশ্বম্ভর ঋষিঃ সম্রাটচ্ছন্দ শ্রী শেষবেশ ধর নিত্যানন্দ গৌরধর দেবতা হ্রীঁ বীজ স্বাহা শক্তি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।

হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি......

ধ্যান

বিদ্যুদ্দামমদাভিমর্দ্দনরুচি বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলম্।
প্রেমোদঘূর্ণিতলোচনাঞ্চললসৎস্মেরাভি রম্যাননম্।
নানারত্নবিভূষিতং সুধধুরং বিভ্রদ্ ঘনাভাস্বরম্।
নিত্যানন্দ বরং ভজামি সততং বিপ্রপ্রিয়ং পণ্ডিতং।।

ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং যথাযথ উপচার নিবেদনপূর্বক মধুর দ্রব্যের নৈবেদ্য অবশ্য সমর্পণ করিবে। এবং বন্দনা করিবে যথা

বার্হপীড়ম্ নটবরবপুঃ কর্ণয়ো কর্ণিকারম্
বিভ্রাদ্বাসঃ কনককপিশম্ বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ -
র্বৃন্দারণ্যম্ স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ গীতকীর্তিঃ।

ইহার পর নামঅষ্টক স্তবের দ্বারা মহাপ্রভুকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে যথা স্তোত্র—

গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণচৈতন্যো বিজরামো মহাপ্রভুঃ।
বিশ্বম্ভরো ভারহারী শ্রীশচীনন্দনস্তথা।।

অন্যত্র যথা অনন্ত সংহিতায়—

কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গৌ গৌড়চন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভুর্গৌরো গৌরহরির্নামানি ভক্তিদানি মে।।

অনন্তর সাবরণ মহাপ্রভুর পূজা করিয়া এবং তাহার তর্পণ করিবে।

যথা -ওঁ মূলমন্ত্র শ্রীমন্নবদ্বীপে নিজান্তরঙ্গপরিকরবৃন্দপরিবৃতস্য সশক্তিকশ্রীমচ্চৈতন্যদেবায় শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ/তর্পয়ামি নমঃ।

ইহার পর সাবরণ মহাপ্রভুকে যথারীতি নিয়মে অন্ননিবেদন করিবে হূঁ মন্ত্রে জপ্তজলের দ্বারা প্রোক্ষণ।

তদন্তর নৈবেদ্যোপরে যং মন্ত্রটি দ্বাদশবার জপ করিয়া সেই জল দ্বারা প্রোক্ষন করিবেন। অনন্তর বহ্নিবীজ অর্থাৎ রং এই বীজে বস্তুদোষ শোষণ করিয়া বাম কর তলে অমৃত বীজ অর্থাৎ বং মন্ত্র চিন্তা করিয়া অমৃত ধারায় পূর্ণ ভাবিয়া মূলমন্ত্র জপ্ত জল অন্নে প্রোক্ষণ করিবেন। ইহার পর নিবেদনমুদ্রায় অমৃতকৃত নৈবেদ্যে অষ্টবার মৎস্যমুদ্রায় মূল বীজ জপ করিয়া মূলান্তে এত অমুকঅন্নে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্যায় কল্পয়ামি। এইরূপ অমৃতময় অন্ন চিন্তা করিয়া নৈবেদ্য পাত্রোপরি নিবেদন মুদ্রায় অর্থাৎ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন- ওঁ নিবদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে।

এইরূপা নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া ভক্তি সহকারে শ্রীমন্ কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিবে।

এবং ইহার পর পানের উপযুক্ত জল ও তাম্বুল উক্ত মূল মন্ত্রে সমর্পণ করিবে।

ইহার পর গন্ডুষ পরিমিত জল অমৃতোপাস্তারণমসি স্বাহা এই বলিয়া মূল মন্ত্রে উচ্চারণ পূর্বক বাম হাস্তে দান করিয়া নিজে বাম হস্তে গ্রাস মুদ্রায় এবং প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রায় যথা প্রাণায় স্বহা। আপানায় স্বাহা। সমানায় স্বাহা।উদানায় স্বাহা।ব্যানায় স্বাহা ইহা দক্ষিণ হস্তে প্রদর্শন করিবে এবং

অষ্টোত্তরশতসংখ্যক মূল বীজ জপ করিবে, এবং জপ সমর্পণ করিবে।

বীজ অমুক দেব এতজ্জলং অমৃতপিধানমসি স্বাহা।

ধূপ দীপ গন্ধ ঘণ্টার দ্বারা আরাত্রিক করিবে। ইহার পরে সাধক স্ব স্ব পরম্পরা উক্ত নিয়মে বৈষ্ণবাগ্নিসংস্কার, সুদর্শনাগ্নিসংস্কার, নারসিংহাগ্নিশোধন প্রভৃতি পরম্পরানুসারে হোম পদ্ধতির নিরিখে বহ্নিকর্ম তথা হোম করিবে।

পূর্বমুখে বসিয়া আচমন, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও গুর্বাদিপ্রণাম করিবে। তারপর বালি দিয়া হস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল রচনা করিবে সেই স্থণ্ডিলের মধ্যভাগে তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠযোগে কুশমূল দিয়া বিন্দুগর্ভ ত্রিকোণ বৃত্ত এবং সেই বৃত্তকে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকারূপে কল্পনা করিয়া তার আটদিকে আটটি দল আঁকিবে, তার চারদিকে ভূপুর এঁকে তাতে অষ্টদল পদ্মের অগ্নিকোণে (পূর্ব-দক্ষিণ) 'নমঃ' মন্ত্রে অর্ধহস্ত পরিমিত উত্তরাগ্র তিনটি রেখা এবং বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিম) পূর্বাগ্র তিনটি সরল রেখা আঁকিবে।

স্থণ্ডিলপূজা- অতঃপর মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিল বীক্ষণ, 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'ফট্' মন্ত্রে কুশ দিয়ে তাড়ন, 'হূঁ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'ফট্' মন্ত্রে ঊর্ধ্বোর্ধ্ব তালত্রয়ে রক্ষণ, মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দান ও প্রণবে (ওঁ) অভ্যুক্ষণ করবে।

যন্ত্রের মধ্যস্থলে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবে। পরে পূর্বাগ্র রেখা তিনটিতে যথাক্রমে পূজা করবে- 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ঈশানায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পুরন্দরায় নমঃ'। উত্তরাগ্র রেখা তিনটিতেও যথাক্রমে পূজা করবে- 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্থণ্ডিলায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে।

বাগীশ্বরী ধ্যান- অতঃপর বাগীশ্বরী ধ্যান করিবে—

ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং

ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্বরূপম্।

এইবার সমিধ কাঠ সাজাইয়া নিতে হইবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে- ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বর্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বরায় নমঃ।

◆ **অগ্নি শোধন-**

যথাবিহিত অগ্নি আনিয়া বিহিত পাত্রে (কাংস্যপাত্রে বা সমিধোপরি) স্থাপনপূর্বক 'মূলান্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় বৌষট্' মন্ত্রে বীক্ষণ, 'ফট্' মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন, 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'হূঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন, 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অগ্নি সংস্কার করে 'রং' মন্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্নি নিয়ে 'হূঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম) কোণে পরিত্যাগ করিবে।

◆ **অগ্নি-স্থাপন-**

অনন্তর 'ওঁ' মন্ত্রে দুই হাতে অগ্নি উত্তোলন করিয়া মণ্ডলোপরি তিনবার দক্ষিণাবর্তে ঘুরাইয়ে হাঁটু পাতিয়া বিপরীত দিক হতে আপনার অভিমুখে মণ্ডলমধ্যস্থলে সেই বহ্নি স্থাপন করিবে। পরে 'রং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ, রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ' মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবে এবং 'ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা' মন্ত্রে জ্বালিনীমুদ্রা দেখাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে ও করজোড়ে পাঠ করবে- 'ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্।। এরূপে উপাসনা করিয়া অগ্নির নামকরণ করিবে- 'ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামাসি'।

অগ্নি-আবাহন- অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রায় অগ্নির আবাহন করবে- ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব, ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব। ইহ সম্মুখীভব, ইহ সম্মুখীভব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

অগ্নি-পূজা-ঐ অগ্নির অর্চনা করিবে-

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা

এষ গন্ধপুষ্পেঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামাগ্নয়ে নমঃ।

পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবে-

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদ্যগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।

বহির্দেশে-

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।

স্রুক-স্রুব সংস্কার-

স্রুক ও স্রুব (যা দিয়া আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে) অধোমুখে অগ্নিতে তপ্ত করিয়া উহা বামহস্তে রাখিয়া তাহার অগ্র, মধ্য ও মূলদেশ কুশ দিয়া মার্জন ও জল দিয়া প্রোক্ষণপূর্বক পুনরায় তপ্ত করিয়া মার্জিত কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং নিজ দক্ষিণে কুশোপরি ঐ স্রুক ও স্রুব স্থাপন করিবে।

ঘৃত-সংস্কার- কুশোপরি ঘৃতপাত্র স্থাপন ও 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া তাহাতে ঘৃত স্থাপন করিবে। পরে বীজ পাঠ করে ঐ ঘৃত বীক্ষণ, 'ফট্' মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, 'হূঁ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'ফট্' মন্ত্রে উর্ধ্বোর্ধ্ব তালত্রয়ে রক্ষণ ও 'বং' মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে ঘৃত অগ্নিতে গালিয়া দু'টি কুশ জ্বালাইয়া 'হূঁ' মন্ত্রে তাহার উপর ঘুরিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর এক বিঘৎ (অর্ধহস্ত) পরিমিত দু'টি কুশ ঘৃতোপরি রাখিয়া ঘৃতকে তিনভাগ করিবে। বাম ভাগের ঘৃতকে ইড়া, মধ্য ভাগকে সুষুম্না ও দক্ষিণ ভাগকে পিঙ্গলারূপ ভাবনা করিয়া হোম করিবে।

আহুতি-প্রদান- 'নমঃ' মন্ত্রে দক্ষিণ ভাগ থেকে ঘৃত নিয়ে (১) 'ওঁ

অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে (যে স্থানে অগ্নি অল্পমাত্র জ্বলিতেছে) আহুতি দিবে ও দক্ষিণভাগে রক্ষিত কোন পাত্রে হুতশেষ রাখিবে।

পরে 'নমঃ' মন্ত্রে বামভাগ থেকে ঘৃত নিয়ে (২) 'ওঁ সোমায় স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে আহুতি দিবে ও হুতশেষ পূর্বোক্ত পাত্রে রাখবে। হুতশেষ প্রতিবারই রাখিবে।

এবার 'নমঃ' মন্ত্রে মধ্যভাগ থেকে ঘৃত নিয়ে (৩) 'ওঁ অগ্নীযোমাভ্যাং স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির ললাটনেত্রে আহুতি দিবে।

পুনরায় দক্ষিণ ভাগ থেকে 'নমঃ' মন্ত্রে ঘৃত নিয়ে (৪) 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির মুখে (যে স্থানে অগ্নি অধিক জ্বলছে) আহুতি দিবে। প্রত্যেক আহুতির পর হুতশেষ রাখিতে হয়।

মহাব্যাহৃতি হোম- ঘৃত দ্বারা এই চারটি মন্ত্রে আহুতি দিবে। (১) ওঁ ভূঃ স্বাহা, (২) ওঁ ভুবঃ স্বাহা, (৩) ওঁ স্বঃ স্বাহা, (৪) ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

তারপর 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা' মন্ত্রে তিনবার ঘৃতদ্বারা আহুতি দিবে।

অতঃপর বীজমন্ত্রের সহিত 'স্বাহা' পদ যোগ করে মূলে ২৫ বার আহুতি দিবে এবং পরে আপনার সহিত অগ্নি ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করে ঐ মূল মন্ত্রে ১১ বার আহুতি দিবে।

সঙ্কল্প- তাম্রপাত্রে (কুশীতে) মূল ও অগ্রভাগের সহিত তিনটি কুশ, তিল, তুলসী, হরিতকী, গন্ধ, পুষ্প, আতপ চাল ও জল নিয়ে বীরাসনে (দক্ষিণ জানু পেতে) পূর্বমুখী বসবে। বাম করতলে কুশী স্থাপন করে দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক পাঠ করবেঃ

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পরার্থে- অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্মণঃ) [অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (যজমানের গোত্র ও নাম)] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপূজাকর্মণি মূল ক্লীঁ ক্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা কৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা' ইতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশত (বা অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক-সাজ্যবিল্বপত্রৈঃ হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে-

করিষ্যামি)।

পরে হাতের পাত্রটি ঈশান কোণে উপুড় করিয়া রাখিয়া তাহার উপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে আতপ চাল ছড়াইবে এবং ঘন্টা বাজাইবে-

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

অতঃপর হবনীয় বিল্বপত্রে যথাযথভাবে অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া পূর্বোক্ত 'ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা' মন্ত্রে মৃগমুদ্রায় এক একটি সাজ্যবিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া আহুতি প্রদান করবে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা', শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যআবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে এক একটি আহুতি দিবে। অতঃপর অন্যান্য (গুরু-গণেশাদি) পূজিত দেবতার প্রত্যেককে এক একটি আহুতি প্রদান করিবে।

পূর্ণাহুতি- পান ও কলা (বা কোন বিহিত ফল) সহ ঘৃতপূর্ণ পাত্র (স্রুব) হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে- 'ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা, ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে সমর্পয়ে' বলে পাত্রের সকল ঘৃত প্রভৃতি অগ্নিতে দিয়ে মন্ত্র পাঠ করবে-

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

অগ্নিবিসর্জন- সংহারমুদ্রায় দেবতাকে অগ্নি থেকে নিজ হৃদয়ে এনে 'ক্ষমস্ব' মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন করবে এবং 'ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ' মন্ত্রে অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত করিবে। পরে 'ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব' মন্ত্রে অগ্নির ঈশান কোণে দধি বা দুগ্ধ (তদভাবে জল) নিক্ষেপ করে অগ্নি নির্বাপিত করিবে।

ইহার পর পূর্ণপাত্রোৎসর্গ করিবে।

◆ ইহার পর শ্রী প্রত্যঙ্গবর্ণ স্তোত্র এবং কবচ, মহাপ্রভুর কবচ অভাবে সুদর্শন কাবচ পাঠ করিবে। অথবা অষ্টাক্ষর মন্ত্রের নারায়ণ কবচ পাঠ করিবে।

◆ ইহারপর যথাযথ নিয়মে অর্ঘ্য সমর্পণ-আত্মসমর্পণ, প্রদক্ষিণ, অষ্টাঙ্গ প্রনাম করিয়া যথাযথ নিয়ম অনুসারে দক্ষিণা দান করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীমদ্ কৃষ্ণ চৈতন্যপূজাকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীমদ কৃষ্ণ চৈতন্য দেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

ইহার পর অচ্ছিদ্রাবধরণ বৈগুণ্য সমাধা করিয়া সংহার মুদ্রা দেখাইয়া শ্রীমান মহাপ্রভুর কাছে, ক্ষমা প্রার্থনা করিবে যথা "

মূলমুচ্চার্য্য শ্রীচৈতন্যদেব পূজিতাসি ক্ষমস্ব।"এইরূপ বলিয়া দেবতার অঙ্গে সমগ্র আবরণ সকল বিলীন হইয়াছে ভাবিয়া সংহার মুদ্রায় নির্মাল্য গ্রহণ করিয়া তাহার তেজোময় ভগবান ভাবিয়া, ঘ্রাণের দ্বারা সুষুম্না পথে হৃদয়ে আনয়ন পূর্বক আপনি দেবময় ভাবনা করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিবে-

ওঁ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরং স্থানং স্বস্থানং শচীনন্দন।যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি।।

ইহার পশ্চাতে ঘট সঞ্চালন করিয়া ঈশানকোণে অধোমুখ ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ মন্ডল অঙ্কন করিয়া নির্মাল্য নৈবেদ্য কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া "ওঁ বিষ্কক্ সেনায় নমঃ"এই মন্ত্রের দ্বারা তদুপরি প্রদান করিবে। এবং আপনি কিঞ্চিৎ যন্ত্রলেপিত নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া আপনি স্বয়ং চৈতন্যময় হইবে।

◆ পুরশ্চরণ-কল্প অনুসারে অষ্টলক্ষ জপে দশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়া গুরুগম্য গুরুর উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া তাহার পরেই এই কর্ম করিবে, দশাংশ ক্রমে মন্ত্র জপের অনুপাতে জপ হোম তর্পণ অভিষেক করিবে।

*ইতি শ্রী সুশীল কুমার মিত্র বিদ্যাতীর্থ বংশোদ্ভূত শ্রী আদ্রীয়মান মিত্র

কৃত দশাক্ষর সর্বসাধারণ প্রকরণ পূজা পদ্ধতি সমাপ্ত...

অনন্তর বিভিন্ন মন্ত্রের বিবিধ প্রয়োগ বলিব।

ক্লীঁ ক্রীঁ বিশ্বম্ভরায়।ইতি সপ্তাক্ষর।

শচীনন্দনায় স্বাহা।ইতি অষ্টাক্ষর।

ক্লীঁ ক্রীঁ শচীনন্দনায় স্বাহা।।এই দশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদিকরাঙ্গ ন্যাস যথা

সমস্ত সামান্য কান্ড,পূজাই পূর্ব্ববৎ হইবে।

অস্য মন্ত্রস্য শ্রী নারদঋষিঃ বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবতা ক্রীঁ বীজং স্বাহা শক্তি আদ্যাশক্তি অধিষ্ঠাত্রীদেবতাঃ।

শিরসে -ওঁ নারদ ঋষয়েঃ নমঃ .... ইত্যাদি ক্রমে ন্যাস করিবে।

ষড়ঙ্গ ন্যাস -ক্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ....... ইত্যাদি ক্রমে করন্যাস করিতে হইবে এবং ক্রাঁ হৃদয়ায়ৈ নমঃ ....ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে।

ইহার পরে যন্ত্র অঙ্কন করিবে। যথা কর্ণিকা এবং কেশর সমন্বিত একটি অষ্টদলপদ্ম ষট্ কোণ সংযুক্ত করিবে এবং তন্মধ্যে প্রেম বীজ লিখিয়া, মহাপ্রভুর ধ্যান করিবে

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং।

শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনস্রগ্দিব্যভূষাঞ্চিতং।

নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং।

চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে।

এই প্রকার ধান করিয়া অর্ঘ্য উপাচারাদি দ্বারা যথাসম্ভব নিত্য পূজা ক্রমে পূজাদি করিয়া, যোগপীঠকমলের বহির ভাগে হৃদয়াদি অঙ্গের দ্বারা এবং বাহ্যদেশে দিকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্র সকলের যথাক্রমে পূজা করিবে। অনন্তর উক্ত মন্ত্র জপ করিবে।

পুরশ্চরণ পক্ষে উক্ত মন্ত্র এক লক্ষ জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, এবং তাহার প্রশংশ ক্রমে হোম তপনাদি করিবে।

অথ ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ-

মন্ত্র

ওঁ নমঃ ভগবতে কৃষ্ণচৈতন্যায়।

এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিকরাঙ্গন্যাস-

ব্রহ্মা ঋষি বিরাট্ ছন্দঃ ন্যাসিরূপী পরমানন্দস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবতা প্রণব বীজ নমঃ শক্তি ভক্তি সিদ্ধার্থেবিনিয়োগঃ।

শিরসে -ব্রহ্মা ঋষয়েঃ নমঃ........ ইত্যাদি।

ষড়ঙ্গ –

হৃদয়ে-অজ্ঞাচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ।

শিরসি-বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা।

শিখাতে-সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্।

বক্ষে -ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুং।

নেত্রে-শ্রীচক্রায় স্বাহা নেত্রত্রয়ায়ঃ বৌষট্।

করতলে -অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

ইহার পর প্রাগুক্ত অঙ্গাদির দ্বারা সংযমী সাধক করন্যাস করিবে ও পূর্বের ন্যায় সমস্ত পূজা আচার সম্পন্ন করিয়া

ধ্যান করিবে ,হৃদ্ পদ্ম মধ্যে।

অত্যন্তাতপ্তহেমদ্যুতিরুচিরতনুং দীর্ঘদেহাক্ষিবাহুং।
শ্রীখণ্ডালিপ্তবক্ষঃস্থলকলিতলসন্মালতীমাল্যযুগ্মং।
আরক্তাভাসবাসোযুগললিতবপুর্নাট্যলীলাকলাঢ্যং।
বন্দেচৈতন্যচন্দ্রং সকলকলুষহং প্রেমভক্ত্যেকগম্যং।

ইহার পর মানসোপাচারে পূজা করিয়া, অর্ঘাদি উপাচারের দ্বারা, বন্দনা করিয়া। যথোপযুক্ত ক্রমে হৃদয়াদি অঙ্গ ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ ও বজ্রাদি অস্ত্র সকল আবরণ পূজা করিবে।

অথ একাক্ষর ক্রীঁ এই প্রেমাখ্যাবীজের প্রয়োগ বিধি –

ঋষ্যাদিকরাঙ্গ ন্যাস

ঋষ্যাদি –

অস্য মন্ত্রস্য শ্রী ব্রহ্মাঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রেমবিগ্রহ শ্রীবিশ্বম্ভরদেবতাঃ প্রেমাখ্যাবীজ স্বাহা শক্তি প্রেমসিদ্ধিরূপ নিজকর্ম্মে বিনিয়োগঃ।

ন্যাস-

শিরসে ব্রহ্মা ঋষয়েঃ নমঃ........।

ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ।ক্রীঁ শিরসে স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গ-করাঙ্গ ন্যাস করিবে।

ইহার পর ধ্যান করিবে

ওঁ ধ্যায়েদ্বালং প্রসন্নং তরুণরবিকরভাসমানং সমন্তাৎ।

ক্রোড়স্থং মাতুরদ্ধাপ্রকটিতপরমানন্দমালোলদেহং।

দেবং বিশ্বম্ভরং তং কলিকলুষহরং দিব্যবিপ্রাঙ্গনাভিঃ।

প্রেম্না সংবীক্ষ্যমাণং বিহসিতবদনং রক্তনেত্রোৎপলাঢ্যং।

ইহার পর মানসোপচারে পূজা করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য উপাচার দ্বারা পূজা করিয়া আবরণ পূজা করিবে।

যথা প্রথম আবরণ ,যথা বহ্ন্যাদিকোণচতুষ্টয়ে অঙ্গ চতুষ্টয় এবং মধ্যে নেত্রাঙ্গ ও পূর্বাদিকচতুষ্টয়ে অস্ত্র মন্ত্র পূজা করিবে।

দ্বিতীয় আবরণ

কেশরের মধ্যে পূর্বাদিক্রমে অষ্ট মাতৃকা গনের পূজা করিবে। আদিতে এই সকল মাতৃগণ শুভ্রবসনা ও দিব্যালংকারাবৃতা এইরূপে চিন্তা করিবে। পরে পূজা -ওঁ ত্রিভূবজননী ভক্তি দেবৈ নমঃ । ক্রমে

বিভূতি।

শ্রী শচী দেবী।কান্তি।আদ্যা।শান্তি। শক্তি ।

ধাত্রী। এইরূপে পূজা করিয়া অনন্তর.

পদ্ম দলে-পূর্বাদিক্রমে

ওঁ শ্রীমন্নিত্যানন্দদেবায়ঃ নমঃ। ক্রমে –

শ্রী অদ্বৈত।

শ্রী মুরারি।

শ্রী শ্রীনিবাস।

শ্রী জগন্নাথ।

শ্রী সুদর্শন।

শ্রী গদাধর।

শ্রী নরহরি। এই অষ্টজনের পূজা করিয়া ইহাদের চিন্তা করিবে-

দিব্যমাল্যাম্বরধরাঃ পুলকাশ্রুভরাকুলাঃ।

ইহার পর পত্রের অগ্রভাগে পূর্বাদিক্রমে অষ্ট জন বিপ্র পত্নীর অতি যত্ন সহকারেপূজা করিবে—

ওঁ মাধবী দেব্যৈ নমঃ।ক্রমে-

শ্রী বৈষ্ণবী। শ্রী শুভদা।

শ্রী সুন্দরী। শ্রী কালিন্দী।

শ্রী ললিতা। শ্রী গৌরী।শ্রী শ্যামা। ইহারা প্রত্যেকে উদয়াদিক্রমে চিন্তনীয়া।

ইহাদের বহির ভাগে -

ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ক্রমে -

শ্রী মুকুন্দ। শ্রীরাম।

শ্রী শঙ্কর।শ্রী নীলাম্বর।

শ্রী রামদাস কবিচন্দ্র। শ্রী হরিদাস।

শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্য্য। ইহারাও অষ্টদিকে পূজনীয়। ইহাদের চিন্তায় এই রূপ-

দিব্যমাল্যাম্বরধরাঃ সর্ব্বে সঙ্গীততৎপরাঃ।

ইহার পর ইহার বহির ভাগে ইন্দ্রাদি দিকপাল সকলের এবং তাহারও বহির্ভাগে বজ্রাদী অস্ত্র সকলের পূজা করিবে।

উক্ত মন্ত্র ১০ লক্ষ জপের দ্বারা পুরশ্চরণ সাধিত হয়।

ইহার পর ৩২ অক্ষরি মহাপ্রভুর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্র প্রয়োগ বিধি বলিব।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

মন্ত্রের ঋষ্যাদিকরাঙ্গ এরূপ,যথা-

ঋষ্যাদি -

অস্য মন্ত্রস্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ ঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীচৈতন্য দেবতা কৃষ্ণনাম বীজ ভক্তি শক্তি সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেমরূপা আদ্যা শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবদ্প্রেমসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ।

অঙ্গন্যাস-

হৃদয় -হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হৃদায় নমঃ।

শিরসে – কৃষ্ণ কৃষ্ণ শিরসে স্বাহা।

শিখা-হরে হরে শিখায়ৈ বষট্।

বক্ষে -হরে রাম হরে রাম কবচায় হুং।

নেত্রে -রাম রাম নেত্রাভ্যাং বৌষট্।

করতলে -হরে হয়ে অস্ত্রায় ফট্।

ইহা ক্রমেই করন্যাস সম্পন্ন করিবে।

ইহার পর উক্ত মন্ত্রের যন্ত্র নির্ণয় করিবে, যথা

যোড়শদলকমলাকার যন্ত্র তাহাকে বেষ্টন করে রইয়াছে মন্ডলাকার রেখাত্রয়, এবং তাহাদের দ্বার ও তোরণ সংযোগ রহিয়াছে প্রতি দলে দুই দুই অক্ষর পরিমাণ মন্ত্রক্তো বর্ণ সকল স্থাপিত এবং পদ্মের মধ্যস্থলে কর্ণিকায় যথাযথ অনুসারে সুন্দর ষট্ কোন মণ্ডল অঙ্কিত। এবং উক্ত ষট কোনের মধ্য দেশে প্রেম বীজ ও প্রতি কোণে কাম বীজ প্রস্ফুটিত।

এরূপ যন্ত্র নির্মাণ করিয়া পূর্বোক্ত ক্রমে পিঠন্যাস করিয়া হৃদপদ্মে দেবতার ধ্যান করিবে-

কনকরুচিরভাসঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকবেশো

নিজসুমধুরনামাখ্যানদানৈকদক্ষঃ।

সততমবতু বিশ্বং শ্রী নবদ্বীপচন্দ্রো।

নিজপরিজনবীতো দীনবন্ধুদ্বিজেন্দ্রঃ।।

ইহার পর মানসোপচারে পূজা করিয়া অর্ঘ্য স্থাপন যোড়শোপচার নিবেদন করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে।

যথা প্রথম আবরণ। পূর্বোক্ত পদ্মাকার যন্ত্রের মধ্যে অগ্নি নৈঋত বায়ু ও ঈশাণ এই কোন চতুষ্টয় যথাস্থানে হৃদয়, শির,শিখা ও কবচ এই অঙ্গদেবতাচতুষ্টয়ের এবং অগ্রদেশে নেত্র ও পূর্বা দিক চতুষ্টয়ে অস্ত্র দেবতার পূজা করিবে।

দ্বিতীয় আবরণ-ষট কোন মন্ডলের অগ্রভাগে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভৃতি ৬ জনের পূজা করিবে যথা-

ওঁ শ্রীমন্নিত্যানন্দদেবায়ঃ নমঃ। ক্রমে

শ্রী অদ্বৈত।

শ্রী মুরারি।

শ্রী শ্রীনিবাস।

শ্রী কাশীশ্বর।

শ্রী মুকুন্দ।

ইহার পর কেশরের মধ্যভাগে গদাধর প্রভৃতি ষোড়শ জনের পূজা করিবে। যথা

ওঁ দ্বিজশ্রেষ্ঠ গদাধর দেবায়ঃ নমঃ ।

শ্রী নরহরি। শ্রী দামোদর।

শ্রী বাসুদেব। শ্রী শিবানন্দ।

শ্রী গদাধর।শ্রী রাঘব।

শ্রীরাম দাস। শ্রী সুন্দরানন্দ।

শ্রী গৌরী দাস।শ্রী পরমেশ্বর।

শ্রী পুরুষোত্তম দাস। শ্রী বৃন্দাবন দাস।

শ্রী গোবিন্দ।শ্রী বাসুদেব। শ্রী কমলা কর।

ইহার পর তাহার বাইরে পত্র মধ্যে দিগ্বিদিক ক্রমে গোপীনাথ প্রভৃতি অষ্টজনের পূজা করিবে। যথা

ওঁ বৈষ্ণব শ্রী গোপীনাথ দেবায়ঃ নমঃ। ক্রমে ঐরূপে–

শ্রী মহেশ। শ্রী শুক্লাম্বর। শ্রী সনাতন।

শ্রী জগয়ি।শ্রী মাধব। শ্রী বাসুদেব। প্রিয় অচুৎ।

ইহাদের একত্রে ধ্যান যথা

সর্ব্বাং সন্তঃ শিরোরত্ন প্রেমাশ্রুপুলকাচিতাঃ।

জয় গৌরাঙ্গগৌরাঙ্গ জয় বিশ্বম্ভর প্রভো।

ইতি বাদরতা নিত্যং প্রেমগদ্গদভাষিণঃ।

ইহার পর পত্রের বহির্ভাগে অগ্রে শ্রী যদুনন্দনাদি অষ্ট বৈষ্ণবের পূজা করিবে। যথা-

ওঁ শ্রী বৈষ্ণব যদুনন্দন দেবায়ঃ নমঃ।

শ্রী গঙ্গাদাস।শ্রী কেশব।

শ্রীকৃষ্ণদাস।শ্রী রঘুনাথ।

শ্রী বিশ্বনাথ। শ্রীনিলাম্বর।

শ্রী সনাতন।

ইহাদের একত্রে ধ্যান-

দিব্যমাল্যকরাঃ সৌম্যাঃ প্রেমাশ্রুপুলকাকুলাঃ।

ইহার পর পূর্বোক্ত ক্রমে ইন্দ্রাদি দিকপালগনের ও বজ্রাদী অস্ত্র সকলের পূর্বপুর্ব দর্শিত নিয়মে যথাবিধি যথাস্থানে ধ্যান সহিত পূজা করিবে।

উক্ত মন্ত্র এক কোটি বার পুরশ্চরণে সর্বসিদ্ধি প্রদ হয়।

অথ যুগলমন্ত্র প্রয়োগ –

ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দায় ক্লীঁ হ্রীঁ ওঁ

অস্যমন্ত্রস্যশ্রী গোপেশ্বরঋষিঃগায়ত্রীচ্ছন্দঃশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দদ্বয়ো যুগলোদেবতাঃ ওঁ বীজম্ ক্লীঁ শক্তি অনন্তচৈতন্যকৃপালাভার্থে বিনিয়োগঃ।

ষড়ঙ্গ – হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ.... ইত্যাদি ক্রমে।

হৃদপদ্মমধ্যে ধ্যান

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।

সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।

বিশ্বম্ভরদ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ।

নীলকৌষেয়বাসৌ জটাবদ্ধশিরৌ।

তপ্তজাম্বুদবর্ণাভা নাদগম্ভীর ভাষিণৌ।

নিত্যানন্দ জগৎপ্রিয়ো করুণাবতারৌ।

ধ্যান করিয়া যথাসম্ভব উপাচারে পূজা করিবে।

যন্ত্র বিশেষ যথা।

অষ্টদলপদ্ম মধ্যে ষটকোন্। ষটকোন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দায়ঃ লেখা হইবে। অষ্ট দলের হ্রীঁ ক্লীঁ মন্ত্র বর্ণ টি পৃথক পৃথক অষ্ট দলে পরস্পরক্রমে বিন্যস্ত থাকিবে।

কাম্য বিশেষে দশাক্ষর মন্ত্রের প্রয়োগ

◆ **কবিত্বপ্রদ প্রয়োগ-**

বাগ বীজ অর্থাৎ সারস্বত বীজ ঐঁ কে দশাক্ষর মন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করে যে ব্যক্তি এক মাস কাল অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রতিদিন বিশেষত রাত্রির শেষ ভাগে শ্বেত পদ্ম শ্বেত চন্দন ও শ্বেত ধূপ দীপাদি প্রভৃতির দ্বারা অর্চনা করে স্বয়ং সরস্বতী পতি শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু জানার্দন কে সতত চিন্তা করিয়া সম্যক্ ভাবে পূজা করিবেন এবং পূজান্তে সহস্র সংখ্যক উক্ত মন্ত্রটি জপ করিবেন এবং যথাযথ নিয়ম অনুসারে ভগবৎ চরনে সমর্পণ করিবেন। তিনি সকল প্রকার স্থূল সূক্ষ্ম বিদ্যা অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়া দর্শনীয় কবিতা শক্তি লাভ করিবেন।

◆ **শ্রী-ধনাকাঙ্খী প্রয়োগঃ-**

লক্ষ্মী বীজ অর্থাৎ শ্রীঁ এই বিজটিকে যে দশাক্ষর মন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া শ্বেত চন্দন মিশ্রিত একশত শ্বেতকরবী দ্বারা একমাস অবিচ্ছেদ্য প্রতিদিন প্রভাত কালে শ্রীমন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের যথাবিধি সযত্নপূর্বক অর্চনা করে এবং পূজান্তে সহস্রসংশ্রী সংযুক্ত দশাক্ষর মন্ত্র জপ করে এবং ভগবত চরণে অর্পণ করে, তা হইলে সে কুবের তুল্য ধনবান ও সর্ব সম্পদ্ শালী হইয়া থাকে।

◆ **পুত্রর্থে প্রয়োগঃ**

শক্তি বীজ অর্থাৎ হ্রীঁ যে জিতেন্দ্রিয় সাধক পুত্র কামার্থে স্ত্রী উপগত হইয়াও শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্বক যথাযথ নিয়মে শক্তিগণ সুসেবিতো শ্রীমন মহাপ্রভুর সম্যক উপাসনা করে, এবং শর্করা ঘৃত মিশ্রিত রক্ত কমলের দ্বারা যোনি কুন্ডে বীর তন্ত্রত্ব প্রকারে অগ্নিসংস্থাপনপূর্বক বিংশতি সহস্র পরিমিত হোম এবং এক সহস্র সংখ্যকক্ত মন্ত্র জপ করে তা হইলে সম্বৎসরকাল মধ্যেই বৈষ্ণব ও শুদ্ধ পুত্র লাভ করিয়া থাকেন।

◆ **জরা ব্যাধিহর প্রয়োগ**

জরা ব্যাধি পীড়িত বা ব্যাধির সংকটগ্রস্থ ব্যক্তির শিরোদেশে যদি উক্ত দশাক্ষর বীজকে নৃসিংহবীজ অর্থাৎ ক্ষ্রৌঁ এই বীজের সহিত এক সহস্র বার

জপ করিলে ব্যধিকগ্রস্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যাধি হতে মুক্ত হইবেন এবং চির আরোগ্য লাভ করিবেন।

◆ **ভাগবত জ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্ত প্রয়োগঃ**

যদি কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র সকাম ভক্তির প্রভাবে একাগ্র চিত্তে সপ্রণব ওঁ এই বীজটিকে দশাক্ষর মন্ত্রের পূর্বে সংযুক্ত করে শ্রী গৌরচন্দ্রেকে চন্দন মিশ্রিত তুলসী মালতী ও জাতি প্রভৃতি পুষ্পের দ্বারা যথাবিধি অর্চনা করিয়া সেই মন্ত্র লক্ষ্য সংখ্যক জব করেন, তাহা হইলে প্রথমে ভগবত ভক্তি পরমা শক্তি জাগ্রত হইয়া সংসারবন্ধন সমুচ্ছেদ করেন, এবং অনন্ত ব্রহ্মাক জ্ঞান হইতেও কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ ভগবত তত্ত্ব বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান রূপ অপরোক্ষানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক কাম্য বস্তুর যথাযথ কামনা বিশেষে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ব মন্ত্র সকলের জপ শ্রী ভগবানের যথাবিধি পূজা ,নিজে নিজে বর্ণ আশ্রমোচিত এবং ব্রহ্মাচরণ প্রভৃতি সংরক্ষণ অবশ্য বিধেয়।

এবং অল্প আহার গ্রহণকারী সাধক নৃত্য একমাস কাল যাবত যদি শুদ্ধ জলে উক্ত দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই শ্রুতিধর হইবে।

অথ সিদ্ধপ্রদপ্রয়োগঃ

◆ প্রণব সংযুক্ত করিয়া দশাক্ষর মন্ত্রকে লক্ষ্য সংখ্যক জপ করিলে, অনায়াসে মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

◆ বাক্ সংযত শুদ্ধবৎ মন্ত্রের প্রতিটিবর্ণে সরস্বতী বীজ সংযুক্ত করিয়া জপ করিলেও, পূর্বোক্ত ভাবে ফলো লাভ করিবে।

◆ কেবলমাত্র ক্ষীরদ্বারা ক্ষুধা নিবারণ পূর্বক অর্ধরাত্রি সময়ে, যে সাধক উক্ত দশাক্ষর মন্ত্রকে বাকশক্তি ও লক্ষী বীজ সংযুক্ত করিয়া পৃথক পৃথক জপ করিলেও নিখিল কাম্য ফল লাভ হইয়া থাকে।

অথ পুরশ্চরণ প্রয়োগঃ

গুরু কর্তৃক আদিষ্ট দশাক্ষর মন্ত্রটির গুরুর আদেশ অনুসারে উক্ত জপক্রিয়া সাধন করা সর্বতো উচিত গুরুর প্রসাদে অচিরেই মন্ত্রসিদ্ধি হয়, তথাপি গুরুর আদেশ গ্রহণপূর্বক পুরশ্চরণ নামক মন্ত্র জাগরণী কর্ম সম্পাদন করিবে।

শিষ্য দেবালয়, অশত্থ বৃক্ষমূল পুষ্পাকীর্ণ উদ্যানে, পুণ্যতর নদী তীরে, গঙ্গা তীরে, পর্বতে, গুহায়, পূণ্যক্ষেত্রে কিংবা সমুদ্র তীর্থ নীলাচল শ্রী জগন্নাথ ক্ষেত্রে, এর মধ্যে যেকোনো একটি স্থানে গমন ও সেই ক্ষেত্রে দুই ক্রোশ স্থানকে পুরশ্চরণ ক্ষেত্ররূপে গ্রহণপূর্বক একাগ্র চিত্তে উক্ত স্থানে অষ্টদিকে ক্ষীরবৃক্ষ নির্ম্মিত দ্বাদশ আঙ্গুলি পরিমিত আটটি কিলক নির্মাণ করিয়া কিলাক গুলিকে দশবার করিয়া প্রত্যেকটিকে হূং এই মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া অষ্ট দিকপালের মাষভক্তাবলি সহিত পূজা পূর্বক অষ্ট দিকে প্রোথিত করিবে। এবং কুর্মচক্র যথাবিধি অঙ্কনপূর্বক তন্মধ্যে জপস্থানের নামের আদ্যঅক্ষর যে স্থলে থাকিবে তাহাকেই উক্ত চক্রের মুখ স্বরূপ জানিয়া তাহার উপর কুশাসন তদুপরি মৃগ চর্ম এবং তাহার উপর মৃদু বস্ত্রের আসন গ্রহণ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া স্থাপিত করিবেন।

ইহার পর সুধী সাধক উক্ত আসনে স্বস্তিকাসন কিংবা পদ্মাসনে উপবেশন করতো একাগ্র চিত্তে প্রায়শ্চিত্ত বিধান অনুসারে সংকল্প করিয়া পূর্ব দিন চৈতন্য গায়ত্রী জপে রত হইবে।

ইহার পর দিবসে নিত্যকৃত সমাপন করিয়া পুরশ্চরণ ক্রিয়ার আরম্ভ দিবসে প্রাতস্নান্তর আসনোপরি উপবেশন করিয়া স্বস্তি, ঋদ্ধি, পুণ্যাহ বাচন পূর্বক তন্ত্রোক্ত স্বস্তি বাচন পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে

শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ হ্রীঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথাবারভ্য অমূকগোত্রঃ শ্রী অমুকঃ শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য দেবতায়া অমুকসংখ্যকঃ অমুক মন্ত্রস্য সিদ্ধিকাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবতাং যথাযথোপকরনে অর্চনানন্তরং অমুক মন্ত্রস্য অমুক সংখ্যকজপঃ তদ্দশাংশ

হোম তৎকরণক তদ্দশাংশ তর্পণ তৎকরণক তদ্দশাংশাভিষেক তদ্দশাংশ বিপ্রভোজনানুরূপ পুরশ্চরণ কর্মাহং করিষ্যে।

ইহারপর স্বশাখোক্ত সংকল্প সুক্ত পাঠ করিয়া

মাতৃকার ন্যাস করিয়া পবিত্র হইয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্রাক্ষরতনুপ্রতীম মহাপ্রভু কে চিন্তা করতো সমাহিত চিত্তে মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার সম্পাদন পূর্বক পূর্ণ সংস্কৃত মন্ত্র মন্ত্রী অনতিদ্রুত বিলম্বপূর্বক প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত জপ করিবে।

পুরশ্চরণ আরম্ভ দিবসে মন্ত্র সংখ্যা যে রূপ সংকল্পানুসারে হইবে নিয়মিত শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ সেই সংখ্যক জপ করিতে হইবে। এবং ত্রি সন্ধ্যায় নিত্য যথোপচারে শ্রীমান মহাপ্রভুকে পূজা করা অবশ্য কর্তব্য।

উক্ত পূজায় উৎসর্গকৃত প্রসাদ মহা প্রসাদ রূপে ভক্ষণ পূর্বক দিন যাপন করিবে। অল্পভক্ষণ ,অল্পালাপ ও দেব দ্বিজ পরায়ন পূর্বক কাল অতিবাহিত করিবে।

প্রলোভনবশত কোনো প্রলোভিত কর্মের হেতু মন্ত্র জপ করিবে না। করিলে অনর্থ্য সুনিশ্চিত।

ইহার পর যথাযথ তন্ত্রোক্ত পুরশ্চরণ নিয়মে দশাংশ ক্রমে হোম অর্পণ অভিষেক ইত্যাদি করিবে। এবং ব্রহ্ম জ্ঞানী ব্রাহ্মণ কে ভোজন করাইবে।

মন্ত্র জপ কালে জপের অঙ্গহানি হইলে, জপসংখ্যা দ্বিগুণপূর্বক সংকল্পকৃত জপসম্পাদন করিবে।

উক্ত প্রায়শ্চিত্তে অসমর্থ হইলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণভোজন করাইলেও প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

এবং মন্ত্র জপের শেষে নির্দিষ্ট দিনে মহাপ্রভুর মহোৎসব সম্পাদনপূর্বক গো, ভূমি, হিরণ্য, বস্ত্র, দক্ষিণা স্বরূপ দান দ্বারা গুরুর সন্তোষ করিবে।

দক্ষিণাবাক্য –

শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যঃঅমুক মন্ত্রস্য সিদ্ধিকামনায়া কৃতৈতৎ অমুকপুরশ্চরণকর্ম্মণঃ কাঞ্চণমূল্যং অমুক গোত্র শ্রীঅমুকগুরবে অহং সম্প্রদদে।

দক্ষিণা বিহীন ভোজ্য কদাপি গুরু কিংবা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে না

সর্বদা বস্ত্র দক্ষিণা দ্বারা ভোজ্য নিবেদন করিবে।

ইহার পরি দিবসে দীনহীন অন্ধ অনাথদিগকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ

গুরুকে প্রণামপূর্বক বলিবে

ওঁ কৃতৈতৎ অমুকপুরশ্চরণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু"।

গুরুদেব বলিবেন

ওঁ দেব বৈষ্ণব গুরু প্রসাদাৎ অচ্ছিদ্রমস্তু।

দশাক্ষর মন্ত্রের জপসংখ্যা সর্বদা দশ লক্ষ জানিবে। কলি যুগে ইহার চতুর্গুন জপি সর্বশ্রেয় রূপে বিবেচিত। এই রূপ চতুর্গুণসংখ্যক মন্ত্র জপে সর্বসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়।

এইরূপ উপায়ে পুরশ্চরণ করিলে জীবনমুক্তি লাভ হইয়া অনন্ত পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া চিরানন্দ লাভ করিবে।

অথ বিবিধ স্তোত্রানি।

শ্রীশ্রী শচীসুতাষ্টকম্

নবগৌরবরং নবপুষ্পশরং
নবভাবধরং নবলাস্যপরম্ ।
নবহাস্যকরং নবহেমবরং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥
নবপ্রেমযুতং নবনীতশুচং
নববেশকৃতং নবপ্রেমরসম্ ।
নবধা বিলসৎ শুভপ্রেমময়ং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥
হরিভক্তিপরং হরিনামধরং
করজপ্যকরং হরিনামপরম্ ।
নয়নে সততং প্রণয়াশ্রুধরং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥
সততং জনতাভবতাপহরং
পরমার্থপরায়ণলোকগতিম্ ।
নবলেহকরং জগত্তাপহরং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥
নিজভক্তিকরং প্রিয়চারুতরং
নটনর্তননাগররাজকুলম্ ।
কুলকামিনিমানসলাস্যকরং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥
করতালবলং কলকণ্ঠরবং
মৃদুবাদ্যসুবীণিকয়া মধুরম্ ।
নিজভক্তিগুণাবৃতনাত্যকরং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥

যুগধর্ম্মযুতং পুনর্নন্দসুতং
ধরণীসুচিত্রং ভবভাবোচিতম্ ।
তনুধ্যানচিতং নিজবাসযুতং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥
অরুণং নয়নং চরণং বসনং
বদনে স্খলিতং স্বকনামধরম্ ।
কুরুতে সুরসং জগতঃ জীবনং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরম্ ॥

ইতি সার্বভৌমভট্টাছর্যবিরচিতং শচীসুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীশচীসুতাষ্টকম্।

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্যং রাধপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমভিতঃ ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
পুরীদেবয়ান্তঃপ্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদপরিচর্যার্চিতপদঃ ।
স্বরূপস্য প্রাণার্বুদপরিচর্যার্চিতপদঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রিদ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুরনামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
অনাবেদ্যাং পূর্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তিনিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢাং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাম্ ।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভু অতিকৃপাভিঃ প্রকটয়-
ন্শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
নিজত্বে গৌড়ীয়ান্জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমা-
ন্হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং চরণমধুপেভ্যঃ পরিদিশ-
ন্শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
পুরঃ পশ্যন্নীলাচলপতিমুরুপ্রেমনিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিতনিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনুঃ ।
সদা তিষ্ঠন্দেশে প্রণয়িগরুড়স্তম্ভচরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
মুদা দন্তরি দৃষ্ট্বা দ্যুতিবিজিতবন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটিনিহিতমন্যং পরিলসন্।

সমুত্থাপ্য প্রেম্ণাগণিতপুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
সরোত্তীরারামে বিরহবিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্বন্নয়নজলধারাবিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়-
ন্শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পদম্ ॥
শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়-
ন্সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
পৃথুপ্রেমাম্ভোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিবিরচিতস্তবাবল্যাং
শ্রীশচীসূন্বষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রী শ্রী প্রতঙ্গবর্ণস্তবঃ।

অথ স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি প্রত্যঙ্গবর্ণনং প্রভোঃ।
ত্রিকালং পঠনাদেব প্রেমভক্তিং লভেন্নরঃ।
কশ্চিচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্মরণাকুলমানসঃ।
পুলকাবচিতাঙ্গোঽপি সকম্পাশ্রুবিলোচনঃ।।
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য প্রণম্য গুরুমাদরাৎ।
স্তোতুমারব্ধবান্ ভক্ত্যা দ্বিজচন্দ্রং মহাপ্রভুম্।।
তপ্তহেমদ্যুতিং বন্দে কলিকৃষ্ণং জগদ্ গুরুং।
চারুদীর্ঘ তনুং শ্রীমচ্ছচীহৃদয়নন্দনং।
লসন্মুক্তালতানদ্ধচারুকুঞ্চিতকুন্তলং।
শিখণ্ডাক্ষতগন্ধাঢ্য পুষ্পগুচ্ছাবতংসকং।।
অর্দ্ধচন্দ্রোল্লসদ্ভালকস্তূরীতিলকাঙ্কিতং।
ভঙ্গুরভ্রূলতাকেলিজিতকামশরাসনং।।
প্রেমপ্রবাহমধুররক্তোৎপলবিলোচনং।
তিলপ্রসূনসুস্নিগ্ধনূতনায়তনাসিকং।
শ্রীগণ্ডমণ্ডলোল্লাসিরত্নকুণ্ডলমণ্ডিতং।
সব্যকর্ণসুবিন্যস্তস্ফুরচ্চারুশিখণ্ডকং।
মধুরস্মিতসুস্নিগ্ধপ্রারক্তাধরপল্লাবং।
ঈষদ্দন্তরিতস্নিগ্ধস্ফুরন্মুক্তারদোজ্জ্বলং।
সপ্রেমমধুরালাপবশীকৃতজগজ্জনং।
ত্রিকোণচিবুকং কোটি শরদিন্দুপ্রভাননং।
সিংহগ্রীবং মহামত্তদ্বিরদোল্লাসিকন্ধরং।
আরক্তরেখাত্রয়যুক কম্বুকণ্ঠমনোহরং।।
মুক্তপ্রবালকলিতহারজ্জ্বলিতবক্ষসং।
কঙ্কণাঙ্গদবিদ্যোতিজানুলম্বিভুজদ্বয়ং।।

যবচক্রাঙ্কিতরক্ত শ্রীমৎপাণিতলোজ্জ্বলং।
স্বর্ণমুদ্রালসচ্ছ্রীমদ্বিমলাঙ্গুলিপল্লবং।
চন্দনাগুরুসুস্নিগ্ধং পুলকাবলিচর্চ্চিতং।
চারুনাভিলসন্মধ্যং সিংহমধ্যকৃশোদরং।
বিচিত্রচিত্রবসনমধ্যবন্ধোল্লসদ্বলিং।
সুচারুনূপুরোল্লাসিকূজচ্চরণপল্লবং।
শরৎচন্দ্রপ্রতীকাশনখরাজৎপদাঙ্গুলিং।
অঙ্কুশধ্বজবজ্রাদিলসত্তলপদাম্বুজং।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং কোটিন্দুললিতদ্যুতিং।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং কোটিলীলামনোরমং।
সাক্ষাল্লীলাতনুং কেলিতনুং শৃঙ্গার বিগ্রহং।
ক্বচিদ্ভাবকলামূর্ত্তিং প্রস্ফুরৎপ্রেমবিগ্রহং।
নামাত্মকং নামতনুং পরমানন্দবিগ্রহং।
ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিতনুং ভক্ত্যাচারবিহারিণং।
অশেষকেলিলাবণ্যং লীলাতাণ্ডবপণ্ডিতং।
শচীজঠররত্নাব্ধিসমুদ্ভূতসুধানিধিং।
অশেষজগদানন্দকন্দমদ্ভূতমঙ্গলং।
স্ফুরদ্রাসরসাবেশমদালসবিলোচনং।
ক্বচিদ্ভক্তজনৈর্দিব্যমাল্যগন্ধানুলেপনৈঃ।
বেষ্টিতং রসসঙ্গীতং গায়দ্ভীরসলালসং।
ক্বচিদবাল্যরসাবেশাদগঙ্গাতীরবিহারিণং।
ক্বচিদ্ গায়তি গায়ন্তং নৃত্যন্তং করশব্দতঃ।
রুদন্তং শাব্দমপ্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্তং সিংহবিক্রমং।
ক্বচিদাস্ফোটহুঙ্কারকম্পিতাশেষভূতলং।
সংগুপ্তগোপিতাভাব প্রকাশিত জগত্রয়ং।
প্রাপিতাশেষপুরুষস্ত্রী স্বভাবমনাকুলং।
নিজভাবরসাস্বাদ বিবেশৈকাদশেন্দ্রিয়ং।

বিদগ্ধনাগরীভাব কলাকেলিমনোরমং।
গদাধরপ্রেমভাব কলাক্রান্ত মনোরথং।
শ্রীমন্নরহরিপ্রেমরসবিহ্বল মানসং।।
সর্ব্বভাগবতাহুত কান্তভাবপ্রকাশকং।
প্রেমপ্রদানললিতোদ্বিভুজং ভক্ত বৎসলং।।
প্রেমারধ্যপদদন্দ্বং শ্রীপ্রেমভক্তিমন্দিরং।
নিজভাবরসোল্লাশ মুগ্ধিকৃত জগত্রয়ং।।
স্বনামজপসংখ্যাতি বৈষ্ণবিকৃত ভূতলং।।
নবদ্বীপজনানন্দং ভূদেবজনমঙ্গলং।
অশেষজীবসদ্ভাগ্যক্রমসম্ভূতসৎফলং।
ভয়ানুরাগসুস্নেহভক্তিগম্য পদাম্বুজং।
নটরাজশিরোরত্নং শ্রীনাগরশিরোমণিং।
অশেষরসিকস্ফূর্জ্জন্মৌলিভূষণভূষণং।
রসিকানুগত স্নিগ্ধবদনাব্জমধুব্রতং।
শ্রীমদ্বিজকুলোত্তংসং নবদ্বীপবিভূষণং।
প্রেমভক্তিরসোন্মত্তাদ্বৈতসেব্যপদাম্বুজং।
নিত্যানন্দপ্রিয়তমং সর্ব্বভক্তমনোরথং।
ভক্তিসাধ্যং ভক্ত বাধ্যং ভক্তরূপিণমীশ্বরং।
শ্রী নিবাসাদিভক্তাগ্র্যৈঃ স্তূয়মানং মুহুর্মুহুঃ।
সার্বভৌমাদিভির্বেদশাস্ত্রাগমবিশারদৈঃ।।
য এবং চিন্তয়ন্ দেবদেবেশং প্রযতোঽহনিশং।
সংস্তৌতি ভক্তিভাবেন ত্রিসন্ধ্যং নিত্যমেব চ।
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং স ভাগবতমুত্তমং।
অর্থার্থী লভতে চার্থং কৃষ্ণসেবাবিধৌ রতিং।
কামার্থী লভতে কামং প্রেমভক্তিবিধানতঃ।
সংসারবাসনামুক্তং মোক্ষার্থী বিগত স্পৃহঃ।।
সবিদ্যাং লাভতে বিদ্বান্ কাংসংসার কৃন্তনীং।

কাব্যার্থী কবিতাশক্তিং কৃষ্ণবর্ণনশালিণীং।।
অপুত্রো বৈষ্ণবং পুত্রং লভতে লোকবন্দিতঃ।
আশ্রয়ার্থী লভেচ্ছান্তং শ্রীমদ্ভগবতং গুরু।।
শ্রীমচ্ছ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজযুগে ভৃশং।
প্রেমানুরাগললিতাং সদ্ভক্তিং লভতে নরঃ।।

।। ইতি শ্রী নরহরি সরকার মুখনিঃসৃত
শ্রী প্রত্যঙ্গ-বর্ণ স্তোত্র সমাপ্ত।।

অথ গৌরাঙ্গ অষ্টোত্তরশতনামঃ।

নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং চৈতন্যস্য মহাত্মনাঃ ॥
বিশ্বম্ভরো জিতক্রোধো মায়ামানুষবিগ্রহঃ ।
অমায়ী মায়িনাং শ্রেষ্ঠো বরদেশো দ্বিজোত্তমঃ॥
জগন্নাথপ্রিয়সুতঃ পিতৃভক্তো মহামনাঃ ।
লক্ষ্মীকান্তঃ শচীপুত্রঃ প্রেমদো ভক্তবৎসলঃ ॥
দ্বিজপ্রিয়ো দ্বিজবরো বৈষ্ণবপ্রাণনায়কঃ ।
দ্বিজাতিপূজকঃ শান্তঃ শ্রীবাসপ্রিয় ঈশ্বরঃ ॥
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গঃ সিংহগ্রীবো মহাভুজঃ ।
পীতবাসা রক্তপট্টঃ ষড়্ভুজোঽথ চতুর্ভুজঃ ॥
দ্বিভুজশ্চ গদাপাণিঃ চক্রী পদ্মধরোঽমলঃ ।
পাঞ্চজন্যধরঃ শার্ঙ্গী বেণুপাণিঃ সুরোত্তমঃ ॥
কমলাক্ষেশ্বরঃ প্রীতো গোপলীলাধরো যুবা ।
নীলরত্নধরো রুপ্যহারী কৌস্তুভভূষণঃ ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছনো ভাস্বান্ মণিধৃক্কঞ্জলোচনঃ ।
তাটঙ্কনীলশ্রীঃ রুদ্র লীলাকারী গুরুপ্রিয়াঃ ॥
স্বনামগুণবক্তা চ নামোপদেশদায়কঃ ।
আচাণ্ডালপ্রিয়াঃ শুদ্ধঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতঃ ॥
বিশ্বরূপানুজঃ সন্ধ্যাবতারঃ শীতলাশয়ঃ ।
নিঃসীমকরুণো গুপ্ত আত্মভক্তিপ্রবর্তকঃ ॥
মহানন্দো নটো নৃত্যগীতনামপ্রিয়ঃ কবিঃ ।
আর্তিপ্রিয়ঃ শুচিঃ শুদ্ধো ভাবদো ভগবৎপ্রিয়াঃ॥
ইন্দ্রাদিসর্বলোকেশবন্দিতশ্রীপদাম্বুজঃ ।
ন্যাসিচূড়ামণিঃ কৃষ্ণঃ সংন্যাসাশ্রমপাবনঃ ॥
চৈতন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্যো দণ্ডধৃঙ্ন্যস্তদণ্ডকঃ ।
অবধূতপ্রিয়ো নিত্যানন্দষড়্ভুজদর্শকঃ ॥

মুকুন্দসিদ্ধিদো দীনো বাসুদেবামৃতপ্রদঃ ।
গদাধরপ্রাণনাথ আর্তিহা শরণপ্রদঃ ॥
অকিঞ্চনপ্রিয়ঃ প্রাণো গুণগ্রাহী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অদোষদর্শী সুমুখো মধুরঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥
প্রতাপরুদ্রসন্ত্রাতা রামানন্দপ্রিয়ো গুরুঃ ।
অনন্তগুণসম্পন্নঃ সর্বতীর্থৈকপাবনঃ ॥
বৈকুণ্ঠনাথো লোকেশো ভক্তাভিমতরূপধৃক্ ।
নারায়ণো মহাযোগী জ্ঞানভক্তিপ্রদঃ প্রভুঃ ॥
পীয়ূষবচনঃ পৃথ্বী পাবনঃ সত্যবাক্সহঃ ।
ওড়দেশজনানন্দী সন্দোহামৃতরূপধৃক্ ॥
যঃ পঠেৎপ্রাতরুত্থায় চৈতন্যস্য মহাত্মনঃ ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতঃ স্তোত্রং সর্বাঘনাশনম্ ।
প্রেমভক্তির্হরৌ তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অসাধ্যরোগযুক্তোঽপি মুচ্যতে রোগসঙ্কটাৎ ।
সর্বাপরাধযুক্তোঽপি সোঽপরাধাৎপ্রমুচ্যতে ॥
ফাল্গুনীপৌর্ণমাস্যাং তু চৈতন্যজন্মবাসরে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা মহাস্তোত্রং জপন্পুরঃ ।
যদ্যৎ প্রকুরুতে কামং তত্তদেবাচিরাল্লভেৎ ॥
অপুত্রো বৈষ্ণবং পুত্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
অন্তে চৈতন্যদেবস্য স্মৃতির্ভবতি শাশ্বতী ॥

ইতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যবিরচিতং
শ্রী গৌরাঙ্গাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীসুদর্শনকবচম্

প্রসীদ ভগবন্ ব্রহ্মন্ সর্বমন্ত্রজ্ঞ নারদ ।
সৌদর্শনং তু কবচং পবিত্রং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥
নারদঃ –
শ্রুণুশ্বেহ দ্বিজশ্রেষ্ঠ পবিত্রং পরমাদ্ভুতম্ ।
সৌদর্শনং তু কবচং দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থ সাধকম্ ॥
কবচস্যাস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোনুষ্টুপ্ তথা স্মৃতম্ ।
সুদর্শন মহাবিষ্ণুর্দেবতা সম্প্রচক্ষতে ॥
হ্রাং বীজং শক্তি রদ্রোক্তা হ্রীং ক্রোং কীলকমিষ্যতে ।
শিরঃ সুদর্শনঃ পাতু ললাটং চক্রনায়কঃ ॥
ঘ্রাণং পাতু মহাদৈত্য রিপুরব্যাৎ দৃশৌ মম ।
সহস্রারঃ শৃতিং পাতু কপোলং দেববল্লভঃ ॥
বিশ্বাত্মা পাতু মে বক্তং জিহ্বাং বিদ্যাময়ো হরিঃ ।
কণ্ঠং পাতু মহাজ্বালঃ স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধেশ্বরঃ ॥
ভুজৌ মে পাতু বিজয়ী করৌ কৈটভনাশনঃ ।
ষট্কোণ সংস্থিতঃ পাতু হৃদয়ং ধাম মামকম্ ॥
মধ্যং পাতু মহাবীর্যঃ ত্রিনেত্রো নাভিমণ্ডলম্ ।
সর্বায়ুধময়ঃ পাতু কটিং শ্রোণিং মহাধ্যুতিঃ ॥
সোমসূর্যাগ্নি নয়নঃ ঊরু পাতু চ মমকৌ ।
গুহ্যং পাতু মহামায়ঃ জানুনী তু জগৎপতিঃ ॥
জঙ্ঘে পাতু মমাজস্রং অহির্বুধ্ন্যঃ সুপূজিতঃ ।
গুল্ফৌ পাতু বিশুদ্ধাত্মা পাদৌ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥
সকলায়ুধ সম্পূর্ণঃ নিখিলাঙ্গং সুদর্শনঃ ।
য ইদং কবচং দিব্যং পরমানন্দ দায়িনম্ ॥
সৌদর্শনমিদং যো বৈ সদা শুদ্ধঃ পঠেন্ নরঃ।
তস্যার্থ সিদ্ধির্বিপুলা করস্থা ভবতি ধ্রুবম্ ॥

কূষ্মাণ্ডচণ্ড ভূতাধ্যাঃ যেচ দুষ্টাঃ গ্রহাঃ স্মৃতাঃ।
পলায়ন্তেঽনিশং পীতাঃ বর্মণোস্য প্রভাবতঃ ॥
কুষ্টাপস্মার গুল্মাদ্যাঃ ব্যাদয়ঃ কর্মহেতুকাঃ ।
নশ্যন্ত্যেতন্ মন্ত্রিতাম্বু পানাৎ সপ্ত দিনাবধি ॥
অনেন মন্ত্রিতাম্মৃৎস্নাং তুলসীমূলঃ সংস্থিতাম্।
ললাটে তিলকং কৃত্বা মোহয়েৎ ত্রিজগন্ নরঃ।

ইতি শ্রীভৃগুসংহিতোক্ত শ্রীসুদর্শন কবচং সম্পূর্ণম্ ॥